CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-230 ■ 31 May, 2025 ■ আগরতলা ৩১ মে, ২০২৫ ইং ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শান্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়ন পৌঁছবে প্রতিটি গ্রামে

মাওবাদী হিংসা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা ঃ মোদী

কারাকাট(বিহার), ৩০ মে ।। আজ বিহারের কারাকাটে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৪৮,৫২০ কোটির টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করলেন। এই উপলক্ষে ভাষণে তিনি জানান, 'মাওবাদী হিংসা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। প্রতিটি গ্রামে শান্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়ন পৌঁছাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কিছু দিন আগে পাহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য আমি জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে দোষীরা শাস্তি পাবেই। আজ আমি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছি।" তিনি জানান, পাকিস্তান থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসীদের গোপন ঘাঁটি ভারতীয় সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। "এটাই নতুন ভারত — দৃঢ় সংকল্প, অটল প্রতিশোধের ভারত," বললেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী জানান, ২০১৪ সালের আগে দেশে ১২৫টির বেশি জেলা ছিল নকশাল আক্রান্ত। আজ তা কমে এসেছে মাত্র ১৮ জেলায়। তিনি বলেন, "আমরা শুধু রাস্তা তৈরি করছি না, কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছি। আজকের দিনে বিহারে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প রূপ নিচ্ছে, তার ফলস্বরূপ যুব সমাজ মূলস্রোতে ফিরছে।" তিনি উল্লেখ করেন, "মাওবাদীরা যারা বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানে বিশ্বাস করত না, তারা বিহারের দুর্গম এলাকায় হাসপাতালে আগুন লাগাতো, স্কুল ধ্বংস করতো। আজ সেই চিত্র বদলেছে।"

শুক্রবার বিহারের কারাকাটে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। ছবি: পিআইবি।

প্রধানমন্ত্রী 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "বিএসএফ-এর অদম্য সাহস ও বলিদান আজ গোটা বিশ্ব দেখেছে। আমাদের সীমান্ত রক্ষীরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে রাজ্য সরকার। জেলা, মহকুমা এবং ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্টকে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।

গত দুদিন ধরে এ রাজ্যে বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিচ্ছে। তাতে বন্যার সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু জায়গা থেকে জল প্লাবিত হওয়ার খবর মিলেছে। মানুষজন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন। রাজ্যের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজের মুখ্যমন্ত্রী সাহার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ইতিমধ্যেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদেরকে তৈরি থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

আগামী ২-১ দিনের মধ্যেই সার্বিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত বছরের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এ বছরও যদি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে সরকারের তরফ থেকে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে যে সব মহকুমায় নদীগুলিতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে সেই সব মহকুমায় মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসকরা ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট এর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা ও মহকুমা প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

এছাড়াও, গত দুদিনে রাজ্যে অবিরাম বৃষ্টিতে রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে।

যার ফলে স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন এবং হাইওয়ে মন্ত্রী নীতিন গড়করি"র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির দ্রুত সংস্কার ও নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগড়করি মুখ্যমন্ত্রীকে খুব দ্রুত এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

পর্ষদের রিভিউ ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রিভিউ ফলাফল আজ প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ ধনঞ্জয় গন চৌধুরী জানান, মাধ্যমিকে ১৬৯২ জন পরীক্ষার্থী রিভিউর জন্য আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে ৫৯৫ জনের নম্বর বেড়েছে। এছাড়া বছর বাঁচাও পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিকে ১৮ জন পাশ করেছে।

তিনি আরও জানান, উচ্চ মাধ্যমিকে ১৪১২ জন পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র রিভিউ করতে আবেদন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তির সময়সীমা বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে প্রথম সেমিস্টারে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

রাজ্যের বেশ কিছু অংশে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে প্রথম সেমিস্টারে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে প্রার্থীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই বিষয়ে, উচ্চশিক্ষা দপ্তর 'সমর্থ' পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াবা, পিস্তল, গুলি সহ গ্রেপ্তার এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ধর্মনগর মহকুমার সোনারেরবাসা এলাকা থেকে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করল ধর্মনগর থানার পুলিশ।

জানা গেছে, শনিবার ভোররাতে প্রায় তিনটা নাগাদ ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান চালায়। পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল যে, সোনারেরবাসা এলাকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম ও খোয়াইয়ে ৪টি ত্রাণ শিবিরে ২০৭ জন

গত দুদিনে বৃষ্টিতে জলে ডুবে মৃত এক ১০৬টি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ ঃ রাজস্ব সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। গত দু'দিনে রাজ্যে অবিরাম বর্ষণের ফলে বেশ কিছু নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ রাজ্যের মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা এবং রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডের সঙ্গে রাজ্যের দু'দিনের বর্ষণজনিত পরিস্থিতির বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে বর্ষণজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরেন।

রাজস্ব সচিব জানান, গত দু'দিনের বর্ষণে পশ্চিম জেলার জিরানীয়ায় জলে ডুবে একজনের প্রাণহানীর খবর পাওয়া গেছে। ১০৬টি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৩৩টি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় ৭৩টি ঘর। পশ্চিম ত্রিপুরা এবং খোয়াই

রাজ্যের নদীগুলো বিপদসীমার নীচে

জেলায় ৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩টি এবং খোয়াই জেলায় একটি। এই শিবিরগুলিতে ৫৭টি পরিবারের ২০৭ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি জানান, গাছ ভেঙ্গে এবং রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ায় পানিসাগর, লংতরাইভ্যালি, জম্পুইজলা, জিরানীয়া, মোহনপুর, সদর, করবুক এবং সাবুম মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। টি এস আর, বন দপ্তর এবং স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফোর্স এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় রাস্তায় দ্রুত যান চলাচল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হচ্ছে। বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলির বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। রাজস্ব সচিব জানান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডোনার মন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে

রাজ্যে একটি আধুনিক প্রাণী রোগ অনুসন্ধানে ল্যাব স্থাপনে গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষ করে রাজ্যে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আজ ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সভাপতিত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যকে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি দার্লং, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা নীরজ কুমার চঙ্গল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও পশুপালন ক্ষেত্র ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মানুষের পুষ্টি ও চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের গড় মাথাপিছু চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং ঘাটতির তথ্য তুলে ধরে আলোচনা করেন। তিনি রাজ্যে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, কৃত্তিম প্রজনন (সেক্স সর্টেড সিমেন) পদ্ধতির প্রয়োগ, দুগ্ধ সমবায়গুলিকে শক্তিশালী করা,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পামচাষে আগ্রহীদের বিশেষ সহায়তা দেবে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ মে।। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের দ্বিতীয় দিনে খোয়াইয়ের মধ্য সিঙ্গিছড়ায় আজ অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ রথযাত্রা ও কৃষক সম্মেলন। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রথযাত্রা শেষে রুদ্রবিনা কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, যেখানে কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কৃষকেরা খোলামেলা আলোচনা করেন। কৃষকদের নানা সমস্যার কথা শুনে মন্ত্রী প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা, খোয়াই মন্ডল সভাপতি অনুকুল দাস, সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, "ভরা বর্ষার মধ্যেও কৃষকদের এই উপস্থিতি প্রমাণ করে তাদের আগ্রহ ও দায়বদ্ধতা। আমি নিশ্চিত, ফসলের মাঠ এবার ফুলে ফলে ভরে উঠবে। জয় হবে কৃষি ও কৃষকের।"

তিনি পাম চাষে আগ্রহীদের বিশেষ সহায়তার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, "যদি কেউ ১০ কানি জমিতে পাম চাষ করতে রাজি হন, তাহলে শুরু থেকে শেষ অবধি সমস্ত খরচ সরকারের তরফ থেকে বহন করা হবে।"

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়েই তিনি হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিত কৃষকদের সামনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ও পাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই মহারাজগঞ্জ বাজারের ৬টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। *বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ছয়টি দোকান। গতকাল রাত ১২ টা নাগাদ মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি বাজারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের পরপর ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ অভিযুক্তকে ২০ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ মে।। ১১ বছরের নাবালিকা অপহরণ এবং ধর্ষণ কাণ্ডে বিলোনিয়া থানাধীন ঋষ্যমুখ রামনগর এলাকার বাসিন্দা আসামী প্রসেনজিৎ মুহুরী (২২) কে আজ বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের স্পেশাল বিচারক গোবিন্দ দাস কুড়ি বছরের সশ্রম কারদন্ডে দণ্ডিত করে। তৎসঙ্গে আরো ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে বিচারক।

উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ। ১১ বছরের নাবালিকা যখন রামনগর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল সেই সময়। একই এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ পেশায় গাড়ি চালক, নাবালিকাটিকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে টানা বৃষ্টি, বাড়ছে নদীর জলস্তর

সর্বাধিক বৃষ্টি বিশ্রামগঞ্জে, সর্বনিম্ন গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। টানা দুইদিন ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। ফলে, হাওড়া নদীর জল ক্রমশই বাড়ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন এলাকার মানুষজন। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জে ২১১ এমএম এবং সর্বনিম্ন গন্ডাছড়ে ৩৩ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকালের পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত অতি-গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ: উত্তর-উত্তর- পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ ৩০ মে সকাল ০৮:৩০ টায় উত্তর বাংলাদেশের উপর অবস্থান করছিল।

এটি আরো উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে, পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এর প্রভাবে, আগামী দুই দিনে ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি, দু-এক জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ দিনভর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ১২১.৬ এমএম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতে মৃত্যু হাতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে।। বজ্রপাতের কারনে প্রাণ গেল একটি হাতির। মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লক এলাকার দক্ষিণ মহারানীপুর এডিসি ভিলেজের দোখাই কামি এলাকাতে আজ সকালে স্থানীয় মানুষরা অচৈতন্য অবস্থায় হাতিটিকে দেখতে পায়। তারপর খবর পায় হাতির স্বেচ্ছাসেবকরা। খবর পেয়েই তেলিয়ামুড়া এবং মুঙ্গিয়াকামী এলাকার বনদপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ৩১মে, ২০২৫ইং
১৬ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

দূষণের কবলে সভ্যতা

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে প্রথম মহিলা আইনজীবী কর্নেলিয়া সোরাবজী

বিমলকুমার শীট

ঔপানিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে ভারতে সমাজসংস্কার ও জাগরণ ঘটছিল। পরিবর্তনের সুফল পুরুষরা যতটা পেয়েছিল নারীরা ততটা পায়নি। পারিবারিক বাধা না থাকলেও সামাজিক এমনকি প্রশাসনকি বাধাও ছিল। জাতীয় নেতারা নারীদের নিয়ে তেমন মাথা খাটাতেন কর্নেলিয়া সোরাবজী ছিলেন (১৮৬৬ ১৯৫৪) এক একজন মহলা যিনি একাধায়ে আইনজ্ঞ, সমাজসংস্কারক একজন সুলেখিকা। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা আইন অধ্যয়নকারী এবং ভারত ও ব্রিটেনে ওকালতি করা প্রথম মহিলা। কিন্তু তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২০১২ সালে কার্নেলিয়া সোরাবজীর প্রতি সন্মান জানিয়ে লণ্ডনের লিংকনস ইন -এ তাঁর একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। লন্ডনে মর্যাদাপূর্ণ ন্যাশনাল পোট্রেট গ্যালারিতে কর্নেলিয়ার একটি আকর্ষণীয় বড় প্রতিকৃতি রয়েছে।

কর্নেলিয়ার কাছে নারী হিসাসে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সথে ভারতের জন্য সমাজসসংস্কারমূলক কাজ করা ছিল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর শৈশব কেটেছে বেলগাম এবং পুণেতে। তারপর তাঁকে তাঁর পিতা মিশন স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরে ডেকান কলেজে কর্নেলিয়া ১ম মহিলা হিসাবে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কর্নেলিয়ার পিতা সোরাবজী খারসেদজি পারসি ধর্মালম্বী হলেও খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েদের মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিণ জন্য উৎসাহ দিলেও প্রতিবারই তাঁর আবেদন বাতিল হয়ে যেত, কারণ সে সময় মেয়েদের ভর্তির আবেদন মঞ্জুর করা হতো না। কিন্তু সোরাবজী খারসেদজির ষষ্ঠ কন্যা কর্নেলিয়া সোরাবজী সেই বাদা ভাঙ্গলেন। ১৮৮৭ সালে কর্নেলিয়া যখন স্নাতক হন, তখন ডেকান কলেজের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বৃত্তি। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন যে 'একজন নারীর পক্ষে এরকম ভাবনা ভাবাই অসম্ভব'। কর্নেলিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁর অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে লেখেন--- যদিও ইউনিভার্সিটি নিয়মাবলী ঘোষণা করেছিল যে নারীরা পুরুষদেরই মতো, আমাকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়নি, পরীক্ষা একই রকম ছিল, অন্যান্য আর সকল অবস্থাও ছিল একইরকম কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন- 'না কোন মহিলার পক্ষে এ রকম অবস্থা সৃষ্টি করাই স্পর্ধাজনক যা কর্তৃপক্ষের মনেও আসেনি যখন তাঁরা এই পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং যখন তাঁরা পুরস্কার প্রাপকদের চোখের সামনে সোনায় মোড়া পুরস্কার তুলে ধরেন তখন তাঁরা স্থির জানতেন সেই তোখ পুরষেরই চোখ হবে। শেষ পর্যন্ত কর্নেলিয়া পুণেণ ও মুম্বাইয়ের উল্লেখযোগ্য মহিলাদের আর্থিক সাহায্যে ইংলণ্ডে পড়তে যান। ১৯৮৯ সালে তিনি অক্সফোর্ড যান এবং সেখঅনে সমারভিল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে ভারতীয় মহিলা ছাত্রী হিসাবে কর্নেলিয়া নানান স্তরে লিঙ্গবৈষম্য ও তাচ্ছিল্যের শিকার হন। যেমনই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফে তিনি সাহায্য লাভ করে ১৮৯২ সালে (Bachclor of civil Law) পরীক্ষায় উত্তর্ণ হন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি মহিলাদের ডিগ্রি পাওয়ার অধিকার না থাকায় কর্নেলিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি পাননি। অক্সফোর্জের পর লন্ডনে এক বছর তিনি একটি আইনের অফিসে সলিসিটারের কাজ শেখেন, কিন্তু সেখানেও তিনি কোনও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাননি। অক্সফোর্ড তিনি মহান আদর্শবাদী ম্যাক্সমূলার এবং মোনিয়ার উইলিয়ামের সান্নিধ্যে এসে ছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সঙ্গেও কর্নেলিয়ার স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠে ছিল। ১৮৯৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সিদ্ধান্ত নেন সারাজীবন অবিবাহিতদ থাকার। দেশে ফিরে কর্নেলিয়া অধুনা মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৮৯৭ সালে এলএলবি পরীক্ষায় পাশ করেন। ফলে তিনি উচ্চ আদালতে উকিল হিসাবে যোগদান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এই বলে, 'এমন কি কোনও মহিলাকে দেখাতে পারেন যিনি আগে উকিল হয়েছেন? একটি মাত্র দুষ্টান্তই যথেষ্ট হবে'। মুম্বাই উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বলেন ' এখজন মহিলার আইন সম্পর্কে কিছু করার থাকতেই পারে না'। এরপর কর্নেলিয়া এলাহাবাদ উচ্চ আদালতে আইন ব্যবসার সুযোগ সন্ধান

করেন। কিন্তু এখানেও বাধা পান। তাঁকে বলা হয় আদালতে আইনজীবী হিসাবে নাম নতিভুক্ত করতে হলে উর্দুও শিখান্ডা দুটি ভাষা অধ্যয়ণ করতে হবে। কর্নেলিয়া দুটি ভাষা আয়ত্ত করেন। কিন্তু প্রদান বিচারপতি সি জে এজ বলেন, পুনর্বিবেচনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারতীয় উচ্চ আদালতের পক্ষে কোন নারীকে আদালতের আইজীবীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত স্পর্ধাজনক হবে। কর্নেলিয়া এতে দুঃখিত হলেও হতাশ হননি। এমতবস্থায় কর্নেলিয়া আইনের জগতে প্রবেশের জন্য এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত দেশীয় রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণাধান রাজ্যের native and princely states নারীদের, যাঁদের তিনি পর্দানশীন বলে অভিহিত করতেন, তাঁদের আইনের অধিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও খবরের কাগজে লিখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, পর্দানশীল নারীদের জন্য যেমন মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনই তাঁদের আইনের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন মহিলা আইনজ্ঞের। এই প্রস্তাব তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে উপস্থাপনা করেন। তাঁর এই প্রস্তাব ১৯০১ সালে অনুমোদিত হয় ও বাংলা বিহার ও ওড়িষার বিভিন্ন জমিদারি তালুকের অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের আইনের সাহায্য প্রদানের জন্য তাঁকে Lady Lagal Adviscr to the count of wards এর পদে নিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ দু-দশক (১৯০১-১৯২২) কর্নেলিয়া এই পদে নিযুক্ত থাকেন। বেতন, পেনশন, কাজের স্বীকৃতি এমন সব বিষয়েই একজন ভারতীয় নারী হিসাবে কর্নেলিয়াকে বার বার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়েছিল। ১৯২২ সালে কর্নেলিয়া ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে মহিলারা আইনের ডিগ্রি প্রাপ্তির ও আইন ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করেন। ওই বছর কর্নেলিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে উকিল হিসাবে তাঁর নাম নথিভূক্ত করেন। কিন্তু তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্যারিস্টার হওয়ার স্বীকৃতি পাননি কারণ তৎকালীন চাকুরী থেকে অবসর না পাওয়ার ফলে তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট মিথান টাটা (১৮৮৯-১৯৮১) হন প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্যারিস্টার। প্রথম মহিলা হিসাবে তিনি মুম্বাই হাইকোর্টে অনুশীলন করেন। বয়সের দিক থেকে কর্নেলিয়া অনেকটা প্রবীণ হলেও ১৯২৪ সালে নতুন উদ্যমে কলকাতা উচ্চ আদালতে আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর নাম নথিভূক্ত করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি বন্ধু ইলিনাকে চিঠিতে কর্নেলিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ আইনজ্ঞ ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপরু। পক্ষ-প্রতিপক্ষ আইনি তর্কের ক্ষেত্রে সাপরু কর্নেলিয়ার উদ্দেশেও বলেন, আমার শিক্ষিত বন্ধু বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, আদালতে কাব্যিক কল্পনা নয়, আইনই বিরাজ করে। তাঁর (সোরাবজীর) মামলাটি একটি পত্রিকার জন্য লেখা কাল্পনিক রাজপুত্রে গল্প হিসাবে খুব ভাল লেখা হতে পারে, তবে আমি স্বীকার করব যে, তিনি ইংরেজি জানেন কিন্তু আর কিছুই জানেন না। কর্নেলিয়ার কর্মপ্রয়াস কেবল আইনের পেশার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজসেবার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন। পর্দানশীনদের নিয়েই তিনি সমাজসেবামূলক কাজের পরিকল্পনা করেন। ১৯২৯ সালে কর্নেলিয়া হাইকোর্ট থেকে অবসর নেন। সেই বছর তিনি Bengal League of social Service for women নামক এক সংস্থা গঠন করেন। পেশাগতভাবে তিনি সমাজসেবার কাজকে ভারতীয় ও ব্রিটিশ নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে আশা করেছিলেন শুধু শহরে নয় গ্রাম গিয়ে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য সমাজকর্মীরা কাজ করবে। তাদের মনের নানান কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করবে এবং সেই সব মহিলাদের বিভিন্ন পেশার কাজে দক্ষতা অর্জনের প্রসিক্ষণ দেবে। কর্নেলিয়া ৬০০ মহিলা এবং অনাথদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করেছিলেন। বাংলা, বিহার ও আসাম জুড়ে তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত ছিল। কর্নেলিয়া মনে করতেন কখনও কোন পরিবর্তনকে, তা যে যতড় প্রয়োজনীয় হোক না কেন, কারও ওপর চালিয়ে দিলে তার কাঙ্ক্ষিত ফলে পাওয়া যায় না। তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন নারীদের আবেগপ্রবণকে, অন্ধভাবে কোনও নেতাকে অনুসরণ করাকে ও গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানকে, তবে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির টানাপোড়েনে ও ক্যাথরিন মেয়োকে কেন্দ্র করে বিতর্ক জড়িয়ে পড়ার ফলে কর্নেলিয়ার সোশাল সার্ভিস লিগ আর কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর কাজের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত সরকার ১৯০৭ সালে তাঁকে 'কাইজার ই-হিন্দ' পরুস্কারে ভূষিত করে।

আমেরিকান লেখিতা ক্যাথরিন মেয়োর Mother India 1927 গ্রন্থ নিয়ে ভারতবর্ষ তখন তোলপাড়। কর্নেলিয়া তাঁকে সমর্থন করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে বিরোধিতা করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। ফলে কর্নেলিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩১ সালে গান্ধীজি লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গেলে, কর্নেলিয়া তখন তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে একটি ব্রিটিশ জার্নালে তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে বিরোধের কারণে সাক্ষাৎকারটি মাঝপথে স্থগিত হয়ে যায়। শীতকালে মাঝে মধ্যে তিনি ভারতে আসতেন। লণ্ডনেই ১৯৫৪ সাল ৮৮ বছর বয়সে কর্নেলিয়া সোরাবজী প্রয়াত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিনে বড় ডিগ্রিধারী ছেলে-মেয়েরা জীবিকার জন্য গাড়ি চালাচ্ছেন, ওয়েটারের কাজ করছেন

বিশেষ প্রতিবেদন।। চিন এখন এমন একটি দেশ, যেখানে উচ্চবিদ্যালয়ের একজন খুচরা কর্মীর পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর রয়েছে পরিবেশ পরিকল্পনার যোগ্যতা, একজন পণ্য ডেলিভারি-কর্মী দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং নামকরা সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করা একজন তরুণ অবশেষে সহকারী পুলিশ কর্মকর্তার চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা একটি ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিতে দেখা পাওয়া সত্য চরিত্র। সেখানে তাঁদের মতো আরও অনেককে খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। 'আমার স্বপ্নের চাকরি ছিল বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ে কাজ করা,' বলেন সান ঝাঁ। চিনের দক্ষিণাঞ্চলের নানজিং শহরে একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের চাকরি করছেন তিনি, তাঁর কাজের পালায় যোগ দিতে তৈরি হচ্ছিলেন তখন। ২৫ বছর বয়সি সান ঝাঁ সম্প্রতি ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন, বেশি বেতনের চাকরি করে 'অনেক টাকা আয়' করবেন। কিন্তু বললেন, 'সেই ধরনের চাকরি খুঁজেছিলাম, তেমন ভালো কিছু পাইনি।' চিনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক পাস করে বের হচ্ছেন। কিন্তু কিছু কিছু খাতে তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত চাকরি নেই। অর্থনীতিটি নাকানিচুবানি খাচ্ছে। দেশটির আবাসন ও অবকাঠামোসহ বড় কিছু খাত থমকে আছে। ২০২৪ সালের আগস্টে চিনে যুবক বয়সিদের মধ্যে বেকারত্ব ছিল ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ। নভেম্বর মাসে তা কমে ১৬ দশমিক ১ শতাংশে নেমে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছেলে---মেয়েদের অনেকে নিজেদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাজ খুঁজে না পেয়ে এমন সব চাকরি করছেন, যা তাঁদের যোগ্যতার অনেক নিচে। এ নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের গঞ্জনা-লাঞ্ছনাও সইতে হচ্ছে তাঁদের। সান ঝাঁ ওয়েটারের চাকরি নিলে তাঁর মা-বাবা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের মতামত আমার জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়। আমি অনেক বছর পড়াশোনা করেছি, বেশ ভালো একটি স্কুলেও গিয়েছি।'তিনি বলেন, এমন চাকরি বেছে নেওয়ায় তাঁর পরিবার বিব্রত হয়েছিল এবং তিনি একজন সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তা হতে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-ও বললেন যে যা হয়েছেন, তা নিজের পছন্দেই হয়েছে। তারপরও তাঁর এখনো একটি গোপন পরিকল্পনা আছে। ওয়েটার হিসেবে যে সময়টা তিনি পার করছেন, সেটাকে রেস্তোরাঁর কাজ শেখার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চান, যাতে করে একসময় তিনি নিজেই একটা রেস্তোরাঁ খুলতে পারেন। তিনি মনে করেন, একটা সফল ব্যবসা দাঁড় করাতে পারলে তাঁর সমালোচক স্বজনদের সুর বদলে যাবে। হংকং সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ঝাং জুন বলেন, 'চিনের মূল ভূখণ্ডে চাকরির অবস্থা আসলেই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। তাই আমি মনে করি, যুবক বয়সী অনেকে এখন নিজেদের প্রত্যাশাকে ব্যাপকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই কারণে আমি মনে করি, অনেক যুবককে নিজের প্রত্যাশার সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী ভালো সুযোগের আশায় উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছেন। কিন্তু তারপর তাঁরা চাকরি-পরিস্থিতির বাস্তবতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কর্মসংস্থান পরিবেশের বাস্তবতা তাঁদের হতাশ করে। 'চাকরির বাজার আসলেই কঠিন হয়ে গেছে,' বলেন ২৯ বছর বয়সী উ ড্যান। তিনি এখন সাংহাইয়ে আহত খেলোয়াড়দের জন্য পরিচালিত একটি মাসাজ ক্লিনিকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'চাকরির বাজার আসলেই বেশ কঠিন। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে আমার যাঁরা সহপাঠী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই প্রথম চাকরি খুঁজছেন। হাতে গোনা কয়েকজন তা পেয়েছেন।'হংকং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সের ডিগ্রিধারী উ ড্যানও ভাবেননি যে তাঁকে একটি মাসাজ ক্লিনিকে কাজ নিতে হবে। এই পেশায় তাঁর চাকরি করার ইচ্ছা নেই। এর আগে তিনি সাংহাইয়ের একটি বাণিজ্যিক কোম্পানিতে চাকরি করে কৃষিপণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছিলেন। হংকংয়ে পড়াশোনা শেষে চীনের মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসার পর তিনি কোনো বেসরকারি বিনিয়োগ (ইক্যুইটি) ফার্মে কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিছু কিছু ফার্ম থেকে ডাকও পেয়েছিলেন। কিন্তু চাকরির শর্ত নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এসব চাকরির কোনোটিতে যোগ না দিয়ে তিনি ক্রীড়া-চিকিৎসায় (স্পোর্টস মেডিসিন) প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্তকে পরিবার ভালো চোখে দেখেনি। 'তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি আগে এত ভালো একটা চাকরি করেছি এবং আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার বেশ ভালো বাজার আছে। তাঁরা (পরিবারের সদস্যরা) মনে করেছিলেন আমার সামনে ভালো চাকরির সুযোগ আছে এবং আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশ প্রতিযোগিতামূলক। কিন্তু আমি যে কেন কম যোগ্যতার একটা চাকরি বেছে নিয়েছি, কম বেতনে গায়ে-গতরে খাটুনির কাজ করছি, তা তাঁরা বোঝেননি।' তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে বর্তমানে তিনি যে বেতন পান, তা দিয়ে সাংহাইয়ে টিকে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর জীবনসঙ্গী তাঁদের বাসাটির মালিক হওয়ায় বাড়িভাড়া দিতে হচ্ছে না, একরকম করে চলে যাচ্ছে। গোড়ায় দিকে কেউ তাঁর বর্তমান পেশার পক্ষে ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি চিকিৎসা করে তাঁর মায়ের পিঠের ব্যথা অনেকটা সারিয়ে তুলেছেন। চিকিৎসায় তাঁর ব্যথা অনেকটা কমেছে। এর পর থেকে মায়ের মত বদলাতে শুরু করেছে। ফিন্যান্সের সাবেক এই শিক্ষার্থী বলেন, এখন তাঁর মনে হয় বিনিয়োগের দুনিয়াটা আসলে তাঁর জন্য জুতসই নয়। উ ড্যান বলেন, তিনি খেলোয়াড়দের আঘাত নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ পাচ্ছেন। তিনি এই কাজ পছন্দ করেন। একদিন তিনি নিজেই একটি ক্লিনিক দিতে চান। অধ্যাপক ঝাং জুন বলছেন, চিনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া ছেলেমেয়েরা 'ভালো চাকরি বা পদ' বিষয়ে তাঁদের ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছেন।তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি কোম্পানিসহ চিনের অনেক কোম্পানি বিপুল কর্মীকে অব্যাহতি দিয়েছে (লে অফ)। যুবক বয়সিদের জন্য এটাকে অশনিসংকেত হিসেবে গণ্য করা যায়।হংকং সিটি ইউনিভার্সিটির এই নারী অধ্যাপক বলেন, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে এখন চাকরির শর্তাবলি খারাপ হচ্ছে। একসময় এই খাতগুলো ছিল স্নাতক ডিগ্রিধারীদের বড় চাকরিদাতা। এখন এসব খাতে শোভন সুযোগ-সুবিধা চিরতরে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিআইটিইউ''র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত।

জয়পুরের দুটি আদালতে বোমার হুমকি সাধারণ মানুষ ও আইনজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক

জয়পুর, ৩০ মে : শুক্রবার সকালে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের দুটি আদালত ফ্যামিলি কোর্ট ও জেলা আদালত - বোমা হামলার হুমকি সম্বলিত ইমেইল পাওয়ায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হুমকির ইমেইলটি সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আদালতের অফিসিয়াল ইমেইল ঠিকানায় পৌঁছায়, যখন বিচার কার্যক্রম ও দৈনন্দিন কাজ শুরু হচ্ছিল। ইমেইলে জানানো হয়, আদালতের ৪ নম্বর কক্ষে দুপুর ২টায় বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। তৎক্ষণাৎ আদালতের কর্মচারী, আইনজীবী ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও ডগ স্কোয়াড ফ্যামিলি কোর্ট ও জেলা আদালতের উভয় ভবনে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। উভয় ভবন খালি করে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করা হয়। আদালতের সমস্ত কর্মী ও আগত ব্যক্তিদের সুরক্ষার স্বার্থে এলাকাটি তৎক্ষণাৎ খালি করতে বলা হয়।

ফ্যামিলি কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান অ্যাডভোকেট মহেশ চাওলা জানান, আদালতের ইমেল সিস্টেমে হুমকির বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বিষয়টি জানানো হয়। এই ঘটনার পেছনে কে বা কারা জড়িত, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত, জয়পুরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এমন ভুয়া বোমার হুমকির ঘটনা বাড়ছে।

ইতিপূর্বেও হুমকি ইমেইল রাজস্থানে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত ২১ মে জোধপুর কালেক্টরেটে আরডিএক্স বোমা ব্যবহারের হুমকিসহ একটি ইমেইল পাওয়ায় ব্যাপক নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়েছিল। এর আগেও ভীলওয়াড়া, রাজসমন্দ, সিকার, পালি, টোঙ্ক ও দৌসা এই ছয়টি জেলার কালেক্টরেটেও একই ধরনের ইমেইল পাওয়া গিয়েছিল। তবে কোথাও কোনো বোমা পাওয়া যায়নি। ১৬ দিন আগে জয়পুরের এসএমএস স্টেডিয়ামে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি বোমা হুমকির ঘটনা ঘটে। এছাড়াও, মেট্রো স্টেশন ও কিছু স্কুলেও বোমা হুমকির খবর পাওয়া গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগের ঘটনাগুলোর অধিকাংশই ভুয়া হুমকি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে বর্তমানে আদালতের ঘটনাকে ঘিরে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে।

এনবিই-কে এক শিফটে নিট পিজি-২০২৫ পরীক্ষার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট-পিজি) ২০২৫ পরীক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার আদালত ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস (এনবিই)-এর দুই শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছে, নিট-পিজি ২০২৫ পরীক্ষা এক শিফটে অনুষ্ঠিত করতে হবে।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, সঞ্জয় কুমার ও এন.কে. আঞ্জারিয়া-এর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করেন, "দুই শিফটে পরীক্ষা নিলে প্রশ্নপত্রের কঠিনতার স্তর সমান থাকে না, যার ফলে প্রতিযোগীদের জন্য সমান সুযোগ থাকে না। এটি একটি স্ববিরোধী ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রক্রিয়া।"

আদালত জানায়, "গত বছর বিশেষ পরিস্থিতিতে নিট-পিজি ২০২৪ দুই শিফটে নেওয়া হলেও, ২০২৫ সালের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য এক শিফটে আয়োজনের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল। প্রশ্নপত্রের কঠিনতার স্তর সর্বদা এক হবে না, তাই এটি ন্যায়সঙ্গত নয়।"

প্রসঙ্গত একাধিক নিট পিজি পরীক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। তাতে বলা হয়েছে, দুই শিফট, নর্মালাইজেশন পদ্ধতি ও টাই-ব্রেকার বদলের ফলে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। নিট-পিজি ইনফরমেশন বুলেটিন নিয়ম ছাড়াই কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন করা হচ্ছে। পরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। প্রশ্নপত্র, ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয় না, যা স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করছে। সাথে বলা হয়েছে, আগে যেখানে পরীক্ষার পরে সঠিক ও ভুল উত্তর সংখ্যা সহ মোট নম্বর জানানো হতো, ২০২৪ সালের ফলাফলে তা ছিল না। আবেদনকারীরা বলেন, নিট-পিজি অতীতে কখনও দুই শিফটে নেওয়া হয়নি। এটি বরাবরই এক দিন ও এক শিফটে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় মানের পরীক্ষা, যাতে পরীক্ষার মান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

সম্প্রতি ইউনাইটেড ডক্টরস ফ্রন্ট এর পক্ষ থেকে দায়ের করা এক আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্র, এনবিই এবং এনএমসি (ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন)-কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই আবেদনে দাবি করা হয়, নিট-পিজি ২০২৫ যেন এক ও অভিন্ন সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক ১৫ জুন নির্ধারিত পরীক্ষার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে। এখন সুপ্রিম কোর্ট এনবিই-কে নিট-পিজি ২০২৫ পরীক্ষা এক শিফটে করার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশনা চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, পরীক্ষার

উত্তরাখণ্ড : অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যাকাণ্ডে প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রীর ছেলেসহ তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দেহরাদুন, ৩০ মে : উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বার জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক রীনা নেগি শুক্রবার অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যাকাণ্ডের মামলায় অভিযুক্ত তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। মূল অভিযুক্ত পুলকিত আর্য (উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী বিনোদ আর্য্যের ছেলে), সৌরভ ভাস্কর এবং অঙ্কিত গুপ্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। পাশাপাশি, প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও, তিনজনকে মিলিয়ে অঙ্কিতার পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে। ১৯ বছর বয়সী অঙ্কিতা ভাণ্ডারী পাউরি জেলার ইয়ামকেশ্বর ব্লকের 'ভানতারা রিসর্ট'-এ রিসেপশনিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি নিখোঁজ হন এবং এক সপ্তাহ পর তাঁর মৃতদেহ চীলা শক্তি খালে উদ্ধার হয়। ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঢেউ ওঠে।

অঙ্কিতা মৃত্যুর আগেই এক বন্ধুর কাছে রিসর্টে চলা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ ও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তদন্তে উঠে আসে, পুলকিত আর্য অঙ্কিতাকে এক ''ভিআইপি অতিথি''-কে 'অতিরিক্ত পরিষেবা' দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন, যা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতণ্ডা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অসঙ্গতির অভিযোগ উঠলেও রাজ্যের বৃহৎ অংশের মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে ওই হত্যা মামলায় তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়। তদন্ত শেষে প্রায় ৫০০ পাতার চার্জশিটে ৯৭ জন সাক্ষীর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিচারপর্বে ৪৭ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বিচার প্রক্রিয়া চলে দুই বছর আট মাস ধরে। অভিযুক্তদের নিয়মিত আদালতে হাজির করানো হয়।

রিসর্টের মালিক ছিলেন বিনোদ আর্য্য, যিনি বিজেপি ও আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিজেপি তাঁকে সব দলীয় পদ থেকে সরিয়ে দেয়। অঙ্কিতার মা এক ভিডিও বার্তায় এক বিজেপি নেতার নাম প্রকাশ্যে আনেন, যা রাজনৈতিক বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠলেও রাজ্য সরকার তা মানেনি।

ওই মামলায় প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার পরপরই রাতারাতি ভানতারা রিসর্ট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এছাড়া, ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে চীলা খালের কাছাকাছি একটি রিসর্ট ও কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে আরও সন্দেহ দানা বাঁধে।

অবশেষে, এই রায়ে কিছুটা স্বস্তি পেল অঙ্কিতার পরিবার। তাঁর মা বলেন, "আমার মেয়ের হত্যায় ন্যায় চেয়েছিল, আজ আদালতের রায়ে সে আশার আলো দেখল।" এই মামলাটি শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, রাজনৈতিক প্রভাব ও বিচার ব্যবস্থার উপর জনআস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে উঠেছিল। রায়ের পরও সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে, সত্যিই কি ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হয়েছে? ভিআইপি-র আসল পরিচয় কি আদৌ জানা যাবে? তদন্ত কি আরও গভীর হওয়া উচিত ছিল? সেই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও অনিশ্চিত।

সদগুরুর নামে ভুয়া ও এআই-ডক্টরড কনটেন্ট সরানোর নির্দেশ দিল দিল্লি হাই কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : দিল্লি হাই কোর্ট শুক্রবার এক অন্তর্বর্তী আদেশে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে সদগুরুপ্রখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু ও ইশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতার নাম, ছবি ও ব্যক্তিত্বের অপব্যবহারে তৈরি ভুয়া ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ডক্টরড কনটেন্ট ইন্টারনেট থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে।

সদগুরু আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর 'ব্যক্তিত্বের অধিকার' রক্ষার দাবিতে। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া অডিও, ভিডিও এবং ছবি ছড়িয়ে পড়ছে, যা বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় ও সাবস্ক্রিপশন বাড়াতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সদগুরুর আইনজীবী আদালতে বলেন, "তিনি একজন সম্মানীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অথচ কিছু অসাধু ওয়েবসাইট এআই-এর মাধ্যমে তাঁর নাম ও পরিচিতি বাণিজ্যিকভাবে অপব্যবহার করছে।" তিনি আরও জানান, সদগুরুর ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করা হচ্ছেযা সম্পূর্ণ প্রতারণা।

আদালতে গুগলের আইনজীবী জানান, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক রিপোর্ট করলে তারা ব্যবস্থা নেয়। তিনি বলেন, "ওনি (সদগুরুর পক্ষ) আমাকে লিংক পাঠাতে পারেন। আমি যদি দেখি বিষয়টি প্রকৃত, তাহলে তা সরিয়ে দেব। তবে যদি সন্দেহ থাকে, তখন তাঁকে জানিয়ে আদালতের নির্দেশ গ্রহণ করব।"

সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সৌরভ ব্যানার্জির বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে সদগুরুর নাম, ছবি ও ব্যক্তিত্ব অপব্যবহার করে তৈরি কনটেন্ট অবিলম্বে সরাতে নির্দেশ দেয়। আদেশের পূর্ণাঙ্গ কপি এখনও দিল্লি হাই কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি।

এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে ইশা ফাউন্ডেশন এক্স-এ এক পোস্টে জানায়, "এই প্রতারণাগুলির মধ্যে রয়েছে ভুয়া এআই-নির্মিত ভিডিও, বিকৃত ছবি, যেমন সদগুরুর গ্রেপ্তারের মিথ্যা খবর, এবং মিথ্যা বিনিয়োগ-প্রচার। ইশা ফাউন্ডেশন সক্রিয়ভাবে এই ধরনের ভুয়া কনটেন্ট সরাতে এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করতে কাজ করে যাচ্ছে।"

PNIe-T No- 07/EE/KCP/2025-26, Dated, the, 23.05.2025
The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 017.06.2025 for 18 (Eighteen) Nos. work against:
1. DNIe-T No.- 117/EE/KCP/2025-26,
2. DNIe-T No.- 118/EE/KCP/2025-26,
3. DNIe-T No.- 119/EE/KCP/2025-26,
4. DNIe-T No.- 120/EE/KCP/2025-26,
5. DNIe-T No.- 121/EE/KCP/2025-26,
6. DNIe-T No.- 122/EE/KCP/2025-26,
7. DNIe-T No.- 123/EE/KCP/2025-26,
8. DNIe-T No.- 124/EE/KCP/2025-26,
9. DNIe-T No.- 125/EE/KCP/2025-26,
10. DNIe-T No.- 126/EE/KCP/2025-26,
11. DNIe-T No.- 127/EE/KCP/2025-26,
12. DNIe-T No.- 128/EE/KCP/2025-26,
13. DNIe-T No.- 129/EE/KCP/2025-26,
14. DNIe-T No.- 130/EE/KCP/2025-26,
15. DNIe-T No.- 131/EE/KCP/2025-26,
16. DNIe-T No.- 132/EE/KCP/2025-26,
17. DNIe-T No.- 133/EE/KCP/2025-26,
18. DNIe-T No.- 134/EE/KCP/2025-26,
For details visit https://tripuratenders.gov.in for contact at Mobile No.9436468935 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/779/25
(Er. Milton Reang)
Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B) Kanchanpur, North Tripura.

পরিচিতি চাই
Ref:- Teliamura PS GDE No. 20 Dated-28/05/2025

পাশের ছবিটি একজন মৃত অপরিচিত পুরুষ মানুষের। বিগত ২৮/০৫/২০২৫ তেলিয়ামুড়া সাস্থ্য কেন্দ্রের EMO অবগত করে যে একজন অপরিচিত পুরুষ বয়স আনুমানিক (৫০) বছর তেলিয়ামুড়া ফায়ার সার্ভিস এর কর্মিদের সহায়তায় তেলিয়ামুড়া সাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। অদ্য ২৮/০৫/২০২৫ ইং তারিখে অপরিচিত পরুষ মানুষটি তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্তায় মারা যায়। মৃত দেহটি পরিচিতির জন্য বর্তমানে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল মর্গে শায়িত আছে। উক্ত মৃত দেহটির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল। বয়স- অনুমান- (৫০) বছর, দেহের উচ্চতা- অনুমান ৫ ফুট ৪ ইনি পড়নে-নিল রঙের পেন্ট এবং সার্ট, দেহের রঙ-শ্যামলা।
ইতি,
যোগাযোগের ঠিকানা
(১) খোয়াই ডি.আই.বি কনট্রোল (০৩৮২৫-২২২০৮ ১)
(২) তেলিয়ামুড়া থানা (০৩৮২৫-২৬২২২১)
স্বাক্ষর-
খোয়াই জেলা পলিশ আধিকারিক
খোয়াই - ত্রিপুরা
ICA/D/301/25

// Press Notice Inviting e-Tender //
The Commandant, 3rd Bn TSR Kachucherra, Dhalai, Tripura on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate class registered with PWD/TTAADC /CPWD Govt. organization of other state & Central for the following works:-

Sl.No	Particulars Name of Work
1. Name of work	Maintenance of Guest room (pitch roof building) of size (40'x20') with 5' verandah by providing brick wall partition, floor tiles, PVC Ceiling, replacement of rusted and damaged GCI sheet in/c. attached bathroom cum toilet by construction of RCC column and roof slab for sustaining of water tank etc. at Jeol Cherra Post of 3rd Bn TSR.
2. Estimated Cost	Rs.8,44,151.00
3. Earnest Money	Rs. 16,883.00
4. Bid Fee	Rs. 1,000.00
5. DNIET No.	- 05/TSR-3/QM/2025-26
6. Time for completion of work 90 (Ninety) days	
7. Last date & time for online Bidding for the work: 18-06-2025 upto 15:00 Hrs.	

Note: The bid forms and others details including online activate should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in and https://eprocure/app.
ICA/C/780/25
(Binoy Kishore Debbarma) Commandant
3rd Bn Tripura State Rifles

NOTICE FOR HIRING OF VEHICLE
The "SAKHI ONE STOP CENTRE", Sepahijala District under Social Welfare and Social Education Department invites a sealed tender for hiring of 01 (one) "Maruti ECCO" vehicle for the transportation of the co-ordinator & other employees of The "SAKHI ONE STOP CENTRE", Sepahijala Dist, Tripura from traders/organizations/agencies to participate in the bidding as mentioned in given format (Annexure-1).

Sl.No	Purpose	Types of vehicles	No. of vehicle
1	To be used for the transportation of the co-ordinator & other employees of The "SAKHI ONE STOP CENTRE", Sepahijala Dist, Tripura	Maruti ECCO (White)	01 (one)

The details of the terms & conditions have been mentioned in the annexure-1 & may also be collected from the office of District Inspector Of Social Education, Sepahijala, Tripura on any working day between 10.00 am to 5.00 pm from 31/05/2025 to 10/06/2025.
ICA/C/767/25
(Uttam Kumar Das)
District Program Officer (ICDS)
Sepahijala, District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-03/AGRI/EE/MECH/2025-26
Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 02.00 PM on 16/06/2025.

SL. NO.	DNIEOI NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening dste	Eligibility of the bidder
1.	e- 115/CE/AGRI/EE(M)/2025 -26	Installation & Commissioning of 10 (Ten) no. units of Solar Cool Chamber of 5 (Five) MT capacity including construction of Basu, Fencing, Yard etc. and providing Plastic Crates at different locations in the state of Tripura on "Turn Key" basis for storing of Horticulture Perishables along with 5 (Five) years Comprehensive Maintenance under the scheme of RKVY-2023-24.	Rs.2,65,70,670.00	Rs. 8,000/-	Rs. 5,31,413/-	16/06/2025 up to 2.00 PM	16/06/2025 at 4.00 P.M (if possible)	Reputed Indian Manufacturer, experienced & financially sound having license under MNRE, GoIs other appropriate Govt. Department/Agency for "Indian" Original Equipment Manufacturer (OEM) or / and Authorized Distributor of the product following specification as per Memorandum of Guideline by MNRE, GoI vide F No.223/4/2124-Solar R and D, dated: 11th February 2025 will be eligibility for participation in the tender.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.
ICA/C/774/25
(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

PRESS NIET. NO. 03/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26 Dated. 22-05-2025
The Executive Engineer, DWS Division, Udaipur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the following works: -

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 24/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 2,324,522.00	₹ 46,490.00
2	DNIeT No. 25/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 1,000,000.00	₹ 20,000.00
3	DNIeT No. 26/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 2,053,242.00	₹ 41,065.00
4	DNIeT No. 27/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 2,527,210.00	₹ 50,544.00
5	DNIeT No. 28/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 2,423,207.00	₹ 48,464.00
6	DNIeT No. 29/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 1,792,603.00	₹ 35,852.00
7	DNIeT No. 30/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 1,094,583.00	₹ 21,892.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 12- 06-2025
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 12-06-2025 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ Killa/ Rig and the website https://www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/765/25
(Er. B. Ch. Datta)
Executive Engineer DWS Division,
Udaipur Gomati District, Tripura

শুক্রবার শহরে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কাজের সন্ধান

সিআইএসএফ-এ হেড কনস্টেবল পদে স্পোর্টস কোটায় ৪০৩ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিআইএসএফ-এ হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটায় জেনারেল ডিউটি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন, র‍্যালী, লিখিত বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী তথা সিআইএসএফ-এ প্রচুর সংখ্যক হেড-কনস্টেবল, মিনিস্টেরিয়াল নিয়োগ করা হচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীদের থেকে এই নিয়োগ করা হবে। সিআইএসএফ-এ হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটায় জেনারেল ডিউটি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৬ জুন। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। অফলাইনে বা অন্য কোনও উপায়ে দরখাস্ত পাঠানোর কোনও পদ্ধতি নেই। ওপেন র‍্যালী কবে হবে বা কোথায় হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। ত্রিপুরায় র‍্যালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যথায় কাছাকাছি শিলচর বা শিলংয়ে র‍্যালী হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী তথা সিআইএসএফ-এ হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটায় জেনারেল ডিউটি পদে চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। দরখাস্ত পাঠাতে হবে অনলাইনে, তবে ওপেন র‍্যালীর মাধ্যমে শারীরিক পরীক্ষার পর প্রার্থীবাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সিআইএসএফ-এ সারা দেশ জুড়ে হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটায় জেনারেল ডিউটি পদে স্পোর্টস কোটায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সিআইএসএফ-এ এখন ৪০৩টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পুরুষ-মহিলা প্রার্থীদের এক নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে আহ্বান করা হয়েছে। আগে থেকে এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আপাতত শূন্যপদের সংখ্যা দেশ জুড়ে ৪০৩টি হলেও পরবর্তি সময়ে তা বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে পদভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন। শূন্যপদগুলো হলো — (০১) হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটায় জেনারেল ডিউটি, ইভেন্ট উসু, শূন্যপদ ৬টি, ইভেন্ট তাইকুন্ডো, শূন্যপদ ২টি, ইভেন্ট ক্যারাটে, শূন্যপদ ৮টি, ইভেন্ট পেনচাক সিলেট ১০টি, ইভেন্ট আর্চারি ৮টি, ইভেন্ট কয়াকিং ৬টি, ইভেন্ট ক্যানয়িং ৬টি, ইভেন্ট রোয়িং ৬টি, ইভেন্ট ফুটবল ৯টি, ইভেন্ট হ্যান্ডবল ৫টি, ইভেন্ট জিমন্যাস্টিক্স ৬টি, ইভেন্ট ফেন্সিং ৪টি, ইভেন্ট খো-খো ১২টি, ইভেন্ট সুইমিং ৭টি। এভাবে আরও ২০টি ইভেন্ট রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। নির্দিষ্ট ইভেন্টে দক্ষ ক্রীড়াবিদ অর্থাৎ জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ বা পদকজয়ী হতে হবে। মূল মাইনে - ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৫ অনুযায়ী ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ - ২৩ বছর, ওবিসি'র জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ২৬ বছর, এসসি/ এসটির জন্য ২৮ বছর। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত হলে বয়সের উর্ধ্বসীমায় নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। শারীরিক মান ঃ সকল পদের ক্ষেত্রেই শারীরিকভাবে ফিট্ হতে হবে। যেমন উচ্চতা - ত্রিপুরার পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, ফুলিয়ে ৮২ সেমি। তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও উচ্চতা অন্তত ১৬২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা ১৫০ সেমি। দেহের ওজন ঃ উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন বিবেচিত হবে। ডাক্তারি মান ঃ দৃষ্টি শক্তি - চশমা ছাড়া দুই চোখের দূরের দৃষ্টি ৬/৬ এবং ৬/৯। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যাড়া চোখ হলে চলবে না। প্রার্থীদের উচ্চ বর্ণ নির্ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনও প্রকার বর্ণান্ধতাজনিত রোগ থাকতে পারবে না। ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ আবাসিকতার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী প্রার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে।

প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশা সংক্রান্ত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং মেডিক্যাল ফিটনেস বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মিলিটারি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় আরও ৩ বছরের ছাড় রয়েছে। তবে, সেনাবাহিনীর সার্ভিসে এবং পুনর্নিয়োগের ব্যবধান ২৪ মাসের বেশি হতে পারবে না। মেডিক্যাল ক্যাটেগরি অবশ্যই 'এ' প্রকৃতির হবে হবে, যা সেনাকর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যূনতম 'ভালো' বলে প্রশংসিত হতে হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইট লগ-অন করে ৬ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, সেটি পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরেই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তুলনামূলক বিচারে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পাশাপাশি, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সুবিধা অধিক। এতে জক্কি-ঝামেলাও কম, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে ১০০ ভাগ নিশ্চিতও হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করে দরখাস্ত সাবমিট করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন। তাই সাবমিট করার পর দরখাস্তের একটা প্রিন্ট-আউটও নিয়ে রাখবেন। এই দরখাস্ত কোথাও পাঠাবেন না।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ দরখাস্তের ভিত্তিতে কল লেটার পাঠানো হবে। এই কল লেটার নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে র‍্যালী বা লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য ওপেন র‍্যালী কোথায় হবে কল লেটারে জানানো হবে। শারীরিক পরীক্ষায় সফল হলে ট্রায়াল টেস্ট ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য ডাকা হবে। বাছাই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ইন্টারভিউ ঃ যে সকল প্রার্থী উপরোক্ত কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন এবং ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করতে পারবেন, তাদেরকে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ পিএসটি ও ট্রেডস টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রয়োজনে দপ্তর আগে পিএসটি'র জন্য ডেকে সফল হলে পরে ট্রায়াল পরীক্ষার জন্যও ডাকতে পারে। ডাক্তারি পরীক্ষা ঃ পিএসটি এবং ট্রায়াল টেস্টে যোগ্যতা অর্জনের পর মেধা তালিকায় স্থান দখলকারী প্রার্থীদেরকে শূন্যপদের সংখ্যার ভিত্তিতে ফোর্সের নিয়োগনীতি মোতাবেক ডাক্তারি পরীক্ষায় ডাকা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচন ঃ প্রতিটি ক্যাটেগরিতে মেধা তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা হবে। প্রার্থীদের নিজ খরচায় এবং দায়িত্বে প্রতিটি টেস্ট বা পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। নির্বাচন পরীক্ষা চলাকালীন যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দপ্তর দায়ী থাকবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * আইওসিএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, একাউন্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসিআইএল-এ **টেকনেশিয়ান, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা সহ বড় শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআইএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন, লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **এমটিএস, ফিটার, কার্পেন্টার ... ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের ডিআইইটি-র জন্য **লেকচারার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **আর্মি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় আর্মিতে **কমিশনড অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **ট্রেনিং অফিসার, ট্রান্সলেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৪৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট মিশনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার** ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, একাউন্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (ইসিআইএল),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা সহ বড় শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটা (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, ফিটার, কার্পেন্টার ... (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লেকচারার, ডিআইইটি-র জন্য (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আর্মি অফিসার (টেরিটোরিয়াল আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কমিশনড অফিসার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনিং অফিসার, ট্রান্সলেটর (কেন্দ্রীয় সরকার),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে মাধ্যমিক পাশদের চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে গ্রুপ-সি সিভিলিয়ান পদে বিশেষ করে এমটিএস, এলডিসি, টাইপিস্ট, স্টোরকীপার, স্টেনো, হাউজকিপিং স্টাফ, মেস্ স্টাফ, কুক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশদেরও আবেদনের সুযোগ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮ - ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে গ্রুপ-সি সিভিলিয়ান পদে বিশেষ করে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, টাইপিস্ট, স্টোরকীপার, স্টেনো, হাউজকিপিং স্টাফ, মেস্ স্টাফ, কুক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত তরুণ-তরুণীদের থেকে ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, ভারতীয় বিমান বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এই শূণ্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগ হবে সারা দেশ জুড়ে এয়ার ফোর্সের বিভিন্ন ইউনিটে বা স্টেশনে।

শূন্যপদগুলি হল —

ক্রমিক নং (১) পদের নাম ঃ এলডিসি ঃ শূন্যপদ ১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর ঃ শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ডিগ্রি পাশ, ক্রমিক নং (২) পদের নাম ঃ স্টোর সুপার ঃ শূন্যপদ ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, ক্রমিক নং (৩) পদের নাম ঃ স্টেনো গ্রেড-২ ঃ শূন্যপদ ৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিং জানতে হবে। ক্রমিক নং (৪) পদের নাম ঃ এলডিসি ঃ শূন্যপদ ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিং জানতে হবে। ক্রমিক নং (৫) পদের নাম ঃ টাইপিস্ট ঃ শূন্যপদ ৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিং জানতে হবে। ক্রমিক নং (৬) পদের নাম ঃ স্টোরকীপার ঃ শূন্যপদ ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং (৭) পদের নাম ঃ ড্রাইভার ঃ শূন্যপদ ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ক্রমিক নং (৮) পদের নাম ঃ কুক ঃ শূন্যপদ ৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, ক্যাটারিংয়ে ডিপ্লোমা থাকতে হবে। ক্রমিক নং (৯) পদের নাম ঃ পেইন্টার ঃ শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, আইটিআই সার্টিফিকেট থাকা চাই। ক্রমিক নং (১০) পদের নাম ঃ কার্পেন্টার ঃ শূন্যপদ ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, আইটিআই সার্টিফিকেট থাকা চাই। ক্রমিক নং (১১) পদের নাম ঃ আয়া, ওয়ার্ড সহায়িকা ঃ শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং (১২) পদের নাম ঃ হাউজ কিপিং ঃ শূন্যপদ ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং (১৩) পদের নাম ঃ লন্ড্রিম্যান ঃ শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং (১৪) পদের নাম ঃ মেস স্টাফ ঃ শূন্যপদ ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ। ক্রমিক নং (১৫) পদের নাম ঃ এমটিএস ঃ শূন্যপদ ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ। এধরনের টেলর, ফায়ারম্যান, ট্রেডসম্যান মেট, টার্ণার ইত্যাদি সমস্ত পদের বিস্তারিত বিবরণ যেমন, পদের নাম, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা, বেতনক্রম ইত্যাদি আরো বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্অন করে দেখে নিতে হবে।

প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ০৮-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর। ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছরের, তফশিলি জাতি / উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে ৫ বছরের এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

ইচ্ছুক উপযুক্ত তরুণ-তরুণী কর্মপ্রার্থীরা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ফরম্যাট অনুযায়ী দরখাস্ত তৈরি করে তা যথাযথ পূরণ করে, সঙ্গে সমস্ত সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত (সেল্ফ-এটেস্টেট) কপি জুড়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে। দরখাস্তের সাথে নিজের নাম ঠিকানা লেখা একটি খালি খাম (১০ টাকার ডাকটিকিট সেঁটে) জুড়ে দিতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীরা নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী আবেদন করতে পারবেন। দরখাস্তের বয়ান, পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে 'এপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ ..... এন্ড ক্যাটেগরি ..... '। দরখাস্ত পাঠাতে হবে সাধারণ ডাকযোগে, নির্দিষ্ট ইউনিট বা স্টেশনের ঠিকানায়। অন্য কোনও উপায়ে দরখাস্ত পাঠালে তা গ্রহণ করা হবে না। সাধারণ ডাকযোগে হলেও খেয়াল রাখতে হবে, দরখাস্ত যেন পৌঁছুয় ৬ জুনের মধ্যে। দরখাস্তের বয়ান, নির্দিষ্ট ইউনিট বা স্টেশনের ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা বা ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ সংক্রান্ত যাবতীয় দিনক্ষণ এবং স্থান যথাসময়ে কল লেটারের মাধ্যমে জানানো হবে। তবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনওরকম টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

এনডিএ-তে ৪০৬ ছেলে-মেয়ের চাকরি আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এনডিএ-তে মেয়েদেরও চাকরির সুযোগ রয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনডিএ-তে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এককথায়, ডিগ্রি কোর্স পড়ানো সহ প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ এমন ৪০৬ জন ছেলে-মেয়ে নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ২০৮, নৌবাহিনীতে ৪২, বিমানবাহিনীতে ১২০, ন্যাভাল অ্যাকাডেমির এক্সিকিউটিভ ব্র্যাঞ্চে ৩৬। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এগজামিনেশন (টু),২০২৫) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে। ট্রেনিং শুরু ২০২৬-এর ১ জুলাই থেকে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ১৫৬ তম কোর্সে এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ১১৮ তম কোর্সে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ এমন অবিবাহিত তরুণীরা সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য, পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে পড়াশুনো হলে বিমানবাহিনীতে বা ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে বা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ন্যাভাল উইংয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯-এর মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০১-২০০৭ থেকে ০১-০১-২০১০-এর মধ্যে। এই ধরনের ট্রেনিংয়ের উপযোগী নির্ধারিত মানের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সক্ষমতাও থাকা দরকার।

লিখিত পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের, দুই বিষয়ে —(১) ম্যাথমেটিক্স, ৩০০ নম্বরের (কোড ০১), (২) জেনারেল এবিলিটি টেস্ট , ৬০০ নম্বরের (কোড ০২)। দুটি বিষয়ই আড়াই ঘন্টা করে। ম্যাথমেটিক্স পেপারে থাকবে পাটিগণিত, ভেক্টর বীজগণিত, দ্বিমাত্রিক-ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি কলনবিদ্যা (তন্ত্রকলন, সমাকলন ও ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন, রাশিবিদ্যা ও সম্ভাব্যতা। জেনারেল এবিলিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বরের ইংরিজি গ্র্যামার-কম্পোজিশন আর ৪০০ নম্বরের জেনারেল নলেজ (প্রশ্ন হবে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ২৫, রসায়ন ১৫, সাধারণ বিজ্ঞান ১০, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ ইতিহাস ২০, ভূগোল ২০, চলতি ঘটনাপ্রবাহ ১০ শতাংশ হিসেবে)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে **আগরতলা** (কোড নং-৪৫)। এছাড়া, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র হবে কলকাতা (কোড ০৬), ইম্ফল (৪৪), আইজল (৪৭), দিসপুর (০৯), গ্যাংটক (৪২), ইটানগর (৪৮), জোরহাট (৪৬), কোহিমা (৪৩), পাটনা (১৫), পোর্টব্লেয়ার (৩৭), রাঁচি (৪১), সম্বলপুর (৫৩), শিলং (১৬), কটক (০৭)। সাধারণ প্রার্থীরা কমিউনিটি কোড ০৪, তফশিলি জাতির প্রার্থীরা কোড নম্বর ০১, তঃউঃ জাঃ প্রার্থীরা ০২, ওবিসিরা কোড নম্বর ০৩ ও সাধারণ প্রার্থীরা ০৪ উল্লেখ করবেন। লিখিত পরীক্ষার সফল হলে অ্যাকাডেমিগুলির প্রাসঙ্গিক শারীরিক ও অন্যান্য পরীক্ষাও হবে।

লিখিত পরীক্ষার সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। তাতে থাকবে বুদ্ধি মত্তা (লেখা-ছবি দুরকমই) ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক, প্রদত্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। ইন্টারভিউ হবে ২০২৫-র ডিসেম্বরের শেষ দিকে অথবা ২০২৬-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। ইন্টাভিউয়ে ডাক পেলে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যিমিকের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট-এর আসল নিয়ে যাবেন। এয়ার ফোর্সের ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও পাইলট অ্যাপ্টি টিউড টেস্ট ও আছে। ট্রেনিংয়ের খরচ বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার (বই, পোশাক, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি ধরে)। তবে ভর্তি হলে প্রথমে হাতখরচ ও প্রাসঙ্গিক খরচ হিসাবে কিছু টাকা জমা দিতে হবে, তা আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎও পাওয়া যাবে এসবের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর হলে, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের ও প্রতিষ্ঠানের কিছু স্কলারশিপও আছে।

নির্বাচিত হলে ৩ বছরের ট্রেনিং, তারমধ্যে প্রায় আড়াই বছর হবে সব শাখার একসঙ্গে। ৩ বছরের কোর্স সম্পূর্ণ হলে বিএ/বিএসি/বিএসসি (কম্পিউটার)/বিটেক ডিগ্রির সমতূল্য ডিগ্রি দেবেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। আইএমএ এবং ওটিএ ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে মাসে ৫৬,১০০ টাকা। এরপর নিয়োগ অনুযায়ী র‍্যাঙ্ক/পদ মাফিক মাইনে দেওয়া হবে। লেফেটন্যান্ট থেকে মেজর পর্যন্ত পদের ক্ষেত্রে মূলমাইনে লেভেল ১০ ও ১১ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ১,৭৭,৫০০ টাকা, লেফটন্যান্ট কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত পদের মূল মাইনে লেভেল ১২এ থেকে ১৪ অনুযায়ী ১,২১,২০০ - ২,১৮,২০০ টাকা। এছাড়াও, রয়েছে নানান বিশেষ ভাতা ও সামরিক সুযোগ-সুবিধা।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ জুনের মধ্যে (রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত)। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৭ জুন, ২০২৫ ইং। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট ' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা। মাস্টার ডেবিটবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলিদের কোনও ফি দিতে হবে না। তবে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ, ফটো, সিগনেচার স্ক্যানিং, ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করার খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে।

দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের প্রদত্ত ওয়েবসাইটে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউপিএসসি ১০/২০২৫. এনডিএ-টু, প্রকাশের তারিখ ২৮-০৫-২০২৫।

শুক্রবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের উপজাতি সেলের কর্মকর্তারা।

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অবৈধভাবে ওয়াকিটকি বিক্রয় রোধে কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা জারি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অবৈধভাবে রেডিও যন্ত্রপাতি বিশেষ করে ওয়াকিটকি তালিকাভুক্তি ও বিক্রয় প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য আজ ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় ভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (সিসিপিএ) নির্দেশিকা জারি করেছে।

ভোক্তাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, আইনি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জরুরি পরিষেবা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমনই অবৈধ ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দূরসংযোগ বিভাগ (ডট) এবং গৃহ মন্ত্রকের (এমএইচএ) সঙ্গে বিস্তারিত আন্তঃমন্ত্রক পরামর্শের মাধ্যমে এই নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক দিকগুলো এই চূড়ান্ত রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ওয়াকিটকি বিক্রি হচ্ছে কিন্তু পণ্যের বিবরণে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হচ্ছে না যে এগুলির জন্য ওয়্যারলেস অপারেটিং লাইসেন্স প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ অনুযায়ী লাইসেন্সিং বাধ্যবাধকতা, ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট, ১৯৩৩, কম শক্তি ও খুব কম শক্তি সম্পন্ন স্বল্প পাল্লার রেডিও ডিভাইসের লাইসেন্সমুক্ত ব্যবহারের নিয়ম, ২০১৮, এসব তথ্য না থাকায়, সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে যে এই ডিভাইসগুলি অবাধে ব্যবহারযোগ্য।

নয়া নির্দেশিকা অনুসারে, শুধুমাত্র অনুমোদিত ও অনুমতিপ্রাপ্ত ফ্রিকোয়েন্সিতে চলা ওয়াকিটকি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত করা যাবে। পণ্যের বিবরণে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ও অন্যান্য কারিগরি বিবরণ, এবং সরকারি অনুমোদনের প্রমাণ(ইটিএ) সংযুক্ত করতে হবে। ই-কমার্স সংস্থাগুলিকে বিক্রেতার অনুমোদন ও পণ্যের নিয়ন্ত্রক সঙ্গতিপূর্ণতা যাচাই করতে হবে। বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন বা পণ্যের ভুল বিবরণ নিষিদ্ধ।

পণ্যের ফ্রিকোয়েন্সি এমন হতে হবে যা ডট-এর অনুমতি ব্যতীত ব্যবহারযোগ্য নয় এবং তা পরিষ্কারভাবে লেবেল করতে হবে। নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ অনুযায়ী জরিমানা ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কেন্দ্র নয়া নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হিসেবে জানিয়েছে, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ওয়াকিটকি তালিকাভুক্তির পূর্বে সঠিক যাচাই। বিক্রেতার প্রমাণপত্র ও ইটিএ যাচাই বাধ্যতামূলক করা। স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ ও অবৈধ তালিকা সরানোর ব্যবস্থা চালু করা। ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিস্তারিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা এবং নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানা ও প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ।

উল্লেখ্য, এর আগে সিসিপিএ ১৩টি নোটিশ জারি করে ১৬,৯৭০টি পণ্যের তালিকা নিয়ে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিকে সতর্ক করেছে। কারণ তারা ফ্রিকোয়েন্সির তথ্য, লাইসেন্সিংয়ের তথ্য বা ইটিএ ছাড়াই ওয়াকিটকি বিক্রি করছিল, যা সরাসরি ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর লঙ্ঘন। এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য হল নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত ই-কমার্স পরিবেশ গড়ে তোলা এবং ভোক্তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান।

শান্তিরক্ষীদের উপর হামলার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ভারত: জাতিসংঘ কর্মকর্তা

জাতিসংঘ, নিউ ইয়র্ক, ৩০ মে: শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর হামলার জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগে র্গব. আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়া।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে লাক্রোয়া বলেন, "শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভারত যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা কেবল সেনা বা পুলিশ পাঠানোর বাইরেও শান্তিরক্ষায় ভারতের বিশাল অবদান।"

ভারত ২০২২ সালে "গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস ফর প্রমোটিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর ক্রাইমস এগেইনস্ট পিসাকিপেরস" নামে ৩৯টি সদস্য দেশের একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেয়। একই বছরে, ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত করতে সমর্থ হয়, যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিরক্ষী অভিযানের জন্য স্বাগতিক দেশগুলোকে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া চালাতে এবং জাতিসংঘকে একটি হামলার তথ্যভান্ডার তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত শান্তিরক্ষী বাহিনীর পাঁচ সদস্য হামলায় নিহত হয়েছেন।

লাক্রোয়া, যিনি এই বছর ভারতের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম নারী শান্তিরক্ষীদের সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে ছিলেন, বলেন"আমরা চাই আরও বেশি নারী শান্তিরক্ষী থাকুক এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকায় অংশগ্রহণ বাড়ুক।"তিনি বলেন, "আমরা চাই আরও বেশি নারী সিনিয়র জেনারেল ফোর্স কমান্ডার পদে আবেদন করুন, যাতে নেতৃত্বেও নারীদের উপস্থিতি বাড়ে।"

তিনি উল্লেখ করেন, শান্তিরক্ষায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব একটি কার্যকর শান্তিরক্ষা মিশন নিশ্চিত করে, এবং এটি নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে সহায়ক। বর্তমানে জাতিসংঘে কর্মরত ৫,৩৭৫ জন ভারতীয় 'ব্লু হেলমেট'-এর মধ্যে ১৫১ জন নারী। ভারত ২০০৭ সালে লাইবেরিয়ায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ নারী পুলিশ ইউনিট মোতায়েন করে, যা বিশ্বে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

২০০৩ সালে কিরণ বেদি জাতিসংঘের প্রথম নারী বেসামরিক পুলিশ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা ভারতের শান্তিরক্ষায় নেতৃত্বের আরেকটি নিদর্শন।

তেলেঙ্গানার ভদ্রাদ্রি কোঠাগুডেমে ১৭ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

হায়দরাবাদ, ৩০ মে : তেলেঙ্গানার ভদ্রাদ্রি কোঠাগুডেম জেলায় ছত্তিশগড় থেকে আগত ১৭ জন মাওবাদী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ভদ্রাদ্রি কোঠাগুডেমের জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (এসপি) রোহিত রাজ জানান, আজ ৩০ মে শুক্রবার আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ এবং ৬ জন নারী রয়েছেন। এদের মধ্যে দুইজন এলাকা কমিটি সদস্য হিসেবে কাজ করতেন।

তিনি বলেন, "তেলেঙ্গানা সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত 'অপারেশন চেয়ুথা'-র অংশ হিসেবেই এই মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছেন।" পুলিশ আত্মসমর্পণকারীদের প্রত্যেককে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২৫,০০০ টাকার চেক প্রদান করেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮২ জন মাওবাদী নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

গত ৯ মে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সিপিআই (মাওবাদী) দলের সঙ্গে যুক্ত ৩৮ জন সদস্য ভদ্রাদ্রি কোঠাগুডেম পুলিশের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ওই দলের মধ্যে ছিলেন ২ জন দলীয় সদস্য, ১৬ জন মিলিশিয়া সদস্য, ৭ জন গ্রাম কমিটি সদস্য, ৬ জন "ক্রান্তিকারী আদিবাসী মহিলা সংঘঠন" সদস্য, ৩ জন "চেতন নাট্য মঞ্চ" সদস্য এবং ৪ জন 'গেরিলা রেভলিউশনারি ডিস্ট্রিক্ট' সদস্য।

তাঁরা সকলেই নকশালপন্থা ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও আত্মসমর্পণকারীদের পুনর্বাসন ও সমাজে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস চালিয়ে যাবে সরকার।

সিকিম বাস দুর্ঘটনা: ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত ওড়িয়া পর্যটকদের সহায়তায় বিশেষ দল পাঠালেন

ভুবনেশ্বর, ৩০ মে: সিকিমে তিস্তা নদীতে পর্যটকবাহী একটি বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই তিনি সিকিম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ওড়িশার পর্যটকদের উদ্ধারে তৎপর হন।

দুর্ভাগ্যজনক ওই বাসটিতে ওড়িশা থেকে আসা বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গেছে। এই খবর পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মাজি সিকিম সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ধার, চিকিৎসা ও প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্তদের ওড়িশায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পরিস্থিতি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এক বিশেষ অফিসারদের দল সিকিমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই দলটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত পর্যটকদের সুরক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগিতা করবে।

ওড়িশা সরকার এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ওড়িশায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, গভীর নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত

ভুবনেশ্বর, ৩০ মে: বঙ্গোপসাগরের উপরে সৃষ্টি হওয়া একটি গভীর নিম্নচাপ বর্তমানে দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং তা এখন বাংলাদেশের উপর সক্রিয় রয়েছে। এর প্রভাব ওড়িশার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আজ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত ডেকে আনতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া অফিস ওডিশার কয়েকটি জেলায় ২০ সেন্টিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব ওডিশার কয়েকটি জেলায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নদী বা নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

যে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে সেগুলি হল, কোরাপুট, মালকানগিরি, রায়গড়া, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি, নুয়াপাড়া, ময়ূরভঞ্জ, বালাসোর।

এছাড়াও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়া (৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা) সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে ভদ্রক, জাজপুর, কেন্দ্রপাড়া, কটক, জগৎসিংহপুর, সুন্দরগড়, ঝাড়সুগুড়া, বারগড়, সম্বলপুর, দেওগড়, অংগুল, ঢেঙ্কানাল, কেওনঝর, পুরী, খুরদা, নায়াগড়, গঞ্জাম, গজপতি, সোনপুর, বৌধ, বালাংগির এবং কন্ধমাল।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৯ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে, তবে ৩০ মে কয়েকটি এলাকায় অতিভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।আগামী ৫ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে কম এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি হতে পারে।

ফ্রেঞ্চ ওপেন: সিনার হাতে শেষ গ্যাসকে'র রোলাঁ গারোঁ অধ্যায়, প্যারিস ক্লে-তে টানা ১৬তম মেজর জয়

প্যারিস, ৩০ মে: বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ইয়ানিক সিনার বৃহস্পতিবার রিচার্ড গ্যাসকে'র দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন। রোলাঁ গারোঁ-তে পুরুষ এককে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছাতে ফরাসি তারকাকে তিনি হারালেন ৬-৩, ৬-০, ৬-৪ সেটে।

২২তম বার ফ্রেঞ্চ ওপেনে অংশ নেওয়া ৩৮ বছর বয়সী গ্যাসকে আজকের দিনে সিনারের শক্তিশালী শট এবং নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটের ম্যাচে তাঁর কাছে কোনও জবাব ছিল না।

এই জয়ের মাধ্যমে সিনার তাঁর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের ধারা ১৬ ম্যাচে পৌঁছে দিলেন১৯৯০ বা তার পর জন্ম নেওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে এই কৃতিত্ব প্রথম।

গ্যাসকে"র বিদায়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে সিনার বলেন: "কোর্টের বাইরে আমাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমরা দুই ভিন্ন প্রজন্মের, কিন্তু এটা আজ আপনার মুহূর্ত। আপনার পরিবার, টিমসবাইকে অভিনন্দন জানাই। এমন ক্যারিয়ার গড়তে গেলে পাশে ভালো মানুষ থাকা জরুরি। আপনি এমন এক সময়ে খেলেছেন, যা টেনিসের স্বর্ণযুগ, এবং অবসর নেওয়ার পরও মানুষ আপনাকে মনে রাখবে।"

এদিকে, ইউএস ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিনার এখন তৃতীয় রাউন্ডে খেলবেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেচকা'র বিরুদ্ধে, যাঁর বিরুদ্ধে তিনি আগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। লেহেচকা দ্বিতীয় রাউন্ডে স্পেনের আলেহান্দ্রো দাভিদোভিচ ফোকিনাকে হারিয়েছেন ৬-৩, ৩-৬, ৬-১, ৬-২ সেটে।

রোলাঁ গারোঁ-তে সিনারের রেকর্ড এখন ১৮-৫, যেখানে গত বছর তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন এবং কার্লোস আলকারাজের কাছে পাঁচ সেটের এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে পরাজিত হন। সিনার বললেন, "এখানে খেলাটা আমার জন্য সবসময় বিশেষ। গত বছরও আমি রিচার্ডের বিপক্ষে খেলেছিলাম। ওর বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময় চ্যালেঞ্জের। আমি তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে পেরে খুব খুশি। আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।" গ্যাসকে বিদায়বেলায় কিছু মুহূর্তে পুরনো ঝলক দেখিয়েছেন, বিশেষত তাঁর সিগনেচার এক-হ্যান্ডেড ব্যাকহ্যান্ডে। প্রথম সেটে ৫-৩ গেমে সিনার সার্ভিস করার সময় তিনটি ব্রেক পয়েন্ট আদায় করেছিলেন, যা কোর্ট ফিলিপ শাত্রিয়ের-এ দর্শকদের উল্লাসে মাতিয়ে তোলে। কিন্তু সিনার সে তিনটি সুযোগই ঠেকিয়ে দেন এবং এরপর আর একটিও ব্রেক পয়েন্ট মুখে পড়েননি।

ওড়িশা প্রথম বিজেপি বিধায়ক প্রসন্ন পট্টনায়ক প্রয়াত

ভুবনেশ্বর: কামাখ্যানগরের প্রাক্তন বিধায়ক ও ওড়িশার প্রথম বিজেপি বিধায়ক প্রসন্ন পট্টনায়ক বৃহস্পতিবার রাতে ভুবনেশ্বরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

প্রসন্ন পট্টনায়ক ওডিশার রাজনীতিতে এক স্মরণীয় নাম। তিনি তিনবার কামাখ্যানগর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেনএর মধ্যে দুইবার বিজেপি থেকে এবং একবার বিজু জনতা দল (বিজেডি) থেকে।

উন্নয়নমুখী কাজের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কল্যাণে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা তাঁকে জনগণের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান এনে দেয়।

তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

মণিপুর: কানপোকপি জেলায় ধস, এনএইচ-৩৭-এ যান চলাচলে বড় বাধা

ইমফল, ৩০ মে: টানা দুই দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মণিপুরের কানপোকপি জেলায় এনএইচ-৩৭ সড়কে একাধিক স্থানে নতুন করে ধস দেখা দিয়েছে, যার ফলে ওই অঞ্চলে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।সর্বশেষ ধসটি আজ সকালে কে. সিনাম এবং সেহজাং গ্রামের মাঝখানে, নুংডোলান-এর কাছে ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি জাতীয় সড়ক-৩৭-এর আওতায়, যা ওই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত পথ। রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে 'গণপতি কোম্পানি', যারা খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ধসের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এইমস ভুবনেশ্বরে ভারতের বৃহত্তম কিডনি টিউমার অপসারণে ঐতিহাসিক সাফল্য

ভুবনেশ্বর, ৩০ মে: ভারতের চিকিৎসা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করলেন ঙ্জজ্জঞ্চ্ছ ভুবনেশ্বর-এর চিকিৎসকরা। ওডিশার নায়াগড় জেলার ৫০ বছর বয়সী এক রোগীর শরীর থেকে অপসারণ করা হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় কিডনি টিউমার, যার ওজন ছিল অবিশ্বাস্য ৮.৭ কেজি।

রোগী আউটসোমাল ডোমিনান্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিসিস নামক এক জিনঘটিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যার ফলে তাঁর কিডনিতে একাধিক বড়সড় সিস্ট তৈরি হয় এবং তা ধীরে ধীরে বিশাল আকার ধারণ করে। এই অস্বাভাবিক কিডনি আকৃতির কারণে রোগী দীর্ঘদিন ধরে তীব্র পেট ব্যথা ও অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এরপর ঙ্জজ্জঞ্চ্ছ ভুবনেশ্বর-এর ইউরোলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ মনোজ কুমার দাস-এর নেতৃত্বে একদল দক্ষ চিকিৎসক এই জটিল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

অস্ত্রোপচারের মূল দলে ছিলেন, ডঃ সাম্বিত ত্রিপাঠী, সহকারী অধ্যাপক, রেসিডেন্ট চিকিৎসক: ডঃ সাহর্ষ, ডঃ মিথলেশ, ডঃ হুজাইফা, ডঃ সাবিক, ডঃ সচিন, অ্যানাস্থেশিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ পূজা বিহানি, অপারেশন থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন নার্স শ্রেয়া ও পরিণীতা।এই জটিল অস্ত্রোপচারটি প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে চলে এবং এটি শুধু একটি চিকিৎসা সাফল্য নয়, বরং আস্থা ও দলগত প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বলে মন্তব্য করেন ডঃ দাস।

তিনি রোগী ও তাঁর পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যাঁরা চিকিৎসকদের প্রতি বিশ্বাস রেখে এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সম্মতি দেন। এইমস ভুবনেশ্বর-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস এবং ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ প্রসান্ত নায়ক-এর উৎসাহ ও সহায়তার জন্যও ধন্যবাদ জানান তিনি।

অরুণাচলে সীমান্ত সমন্বয় জোরদারে লোহিতে সিভিল-মিলিটারি ফিউশন কনক্লেভ

লোহিত, অরুণাচল প্রদেশ, ৩০ মে: ভারতের সেনাবাহিনীর দাও ডিভিশনের উদ্যোগে অরুণাচলের লোহিত জেলায় অনুষ্ঠিত হলো সিভিল-মিলিটারি ফিউশন কনক্লেভ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও দৃঢ় করা।

এই সম্মেলনে অংশ নেন জেলার প্রশাসন, পুলিশ, সীমান্ত সড়ক সংস্থা, ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, জাতীয় নিরাপত্তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, সেনাবাহিনীর জাতি গঠনে অবদান।

অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের সরঞ্জাম ও অস্ত্রের প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়, যেখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত উন্নত প্রতিরক্ষা সামগ্রী তুলে ধরা হয়ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার প্রতিফলন হিসেবে।

এই ধরনের সম্মেলন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও জনগণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত কর্মকর্তারা।

ভারতকে নিয়ে বৈশ্বিক ধারণায় বড় পরিবর্তন এসেছে: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানিয়েছেন, ভারতকে ঘিরে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, এই পরিবর্তনের মূল কারণ হলোভারতীয় নাগরিকদের নিজের দেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় ইতিবাচকতা ও আত্মবিশ্বাসের উত্থান।

তিনি আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সংস্থা-র বার্ষিক ব্যবসায়িক শিখর সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, "ভারত তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। বহু যুগ ধরেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খোঁজে মানুষ ভারতে আসে।"তিনি আরও জানান যে, ভারতীয় পর্যটন ক্ষেত্র বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করেছে। সরকারের উদ্যোগ, নীতিনির্ধারণ এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর প্রাপ্যতার কারণেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, "ভারত এমন একটি দেশ যেখানে অভ্যন্তরীণ পর্যটনের সুযোগ ও সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক পর্যটনের তুলনায় অনেক বেশি।" তিনি দাবি করেন, দেশ এখন পর্যটন শিল্পে একপ্রকার বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং এই খাত আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের নিয়োগের দাবিতে শুক্রবার অফিস ঘেরাও করে কর্মপ্রার্থীরা।

খোয়াই নদীর তান্ডবে ধ্বংসের মুখে সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ মে:দীর্ঘদিন ধরেই কল্যাণপুরের ঘিলাতলী এলাকা নদী ভাঙ্গন সংক্রান্ত বিষয়ে আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে। যদিও শুরুতেই দাবি করা যায় ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এক নম্বর ওয়ার্ড এলাকার দাওছড়া তেলিয়ামুড়া সড়ক পথটি যাতে করে খোয়াই নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারে, তার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ হচ্ছে সময়ের কাজ সময়ে না করার পরিপ্রেক্ষিতে এবার মহা সমস্যায় গোটা এলাকা। বর্তমান পরিস্থিতিতে একদিকে খোয়াই নদীর জল বাড়ছে আরেকদিকে সমান্তরালভাবে নদীর ভাঙ্গনের ফলে গোটা রাস্তাটা নদী-গহ্বরে চলে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ পর্যন্ত ইতিমধ্যে নদী রাস্তার কিছুটা অংশ গ্রাস করে নিয়েছে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অচিরেই অবস্থা যে ক্রমান্বয়ে আতঙ্কের দিকে চলে যাবে, এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

কাল বৈশাখী ঝড়ে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : কাল বৈশাখী ঝড়ে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মাথার উপরের ছাউনি লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে টানা বর্ষণ প্রবল হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের থাকার শেষ সম্বল। শুক্রবার দুপুর গড়িয়ে গেলোও জুটেনি তাদের খানা। ছোট ছোট ৭ থেকে ৮ জন বাচ্চাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা ভুগছেন বিশালগড় রেলস্টেশন সংলগ্ন কিছু অসহায় পরিবার পরিজন।

সক্রিয় অংশগ্রহণ

● আটের পাতার পর

জেলায় পুরুষ ১৩৪৯ জন এবং ৯৭৯ জন মহিলা, গোমতী জেলায় পুরুষ ৯২৯ জন এবং ৯৫৩ জন মহিলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পুরুষ ১১৪১ জন এবং ৬৬১ জন মহিলা অংশগ্রহন করেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে মোট ২৪টি দল এই যাত্রায় অংশ নেয় এবং তারা দিনভর বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে, সরকারী কৃষি নীতিগুলি তুলে ধরে এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

জল নিষ্কাশনের অভাবেই দুর্ভোগ, দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ মে:কৈলাসহরের পৌর পরিষদের অন্তর্গত ৪ নং ওয়ার্ড এলাকার বৌলাবাসায় প্রায় ৬০টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা এলাকা পরিদর্শন করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন।গত কিছুদিন আগে কৈলাসহরের পৌর পরিষদ অন্তর্গত ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় অর্থাৎ বৌলাবাসা এলাকার একটি অংশের প্রায় ৬০ টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আবার গতকাল রাত্রে ভারী বৃষ্টির ফলে ঐ এলাকার বাড়িঘর গুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জনগণ বাধ্য হয়ে পৌর পরিষদে এসে ডেপুটিশন দেন।তৎক্ষণাৎ কৈলাশহর এর পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার এর নেতৃত্বে পৌর পরিষদের সুপারভাইজার, পৌর পরিষদের এক্সিকিউটিভ, লিগাল সেলের আধিকারি, পি. ডাব্লিউ.ডি. এর ইঞ্জিনিয়ার সহ আরো অনেকেইৎঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ২-৩ দিনের মধ্যে করে দেবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর বৃষ্টি কমলে বড় করে ড্রেনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ক্রীড়াক্ষেত্রে সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো নিয়মিত অনুশীলন করা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা অন্বেষণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজ এম.বি.বি. ক্লাব হাউজে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টি.সি.এ.) আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির এবং ক্রিকেটারদের জন্য মাঠে পানীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য ব্যাটারিচালিত ড্রিংকস কারের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা টি.সিএ. ক্রিকেট প্রতিভা খোঁজার ক্ষেত্রে তথা ক্রিকেটের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর এলাকা ব্যতীত রাজ্যের প্রান্তিক এলাকায়ও অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হল নিয়মিত অনুশীলন করা। এক্ষেত্রে ক্রীড়া প্রশিক্ষক তথা কোচদেরও দায়িত্ব রয়েছে। কোচদেরও খেলোয়াড়দের সুবিধা-অসুবিধা তথা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। খেলোয়াড় এবং কোচদের মধ্যে সুসম্পর্কও গড়ে তোলা প্রয়োজন। এতেই প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ ঘটবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়া জগৎ এবং ক্রীড়াবিদদের উন্নয়নে সমান দায়িত্বশীল। বর্তমানে রাজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন শুধুমাত্র ক্রিকেটের আঙ্গিনায়ই নয়, সামাজিক কাজেও তাদের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করছে। গত বছরের ভয়াবহ বন্যা বা করোনা পরিস্থিতি প্রতিটি ক্ষেত্রে টি.সি.এ. তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে।অনুষ্ঠানে রক্তদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের কোনও বিকল্প নেই। শুধুমাত্র মানুষই রক্তদানের মাধ্যমে রক্তের অভাব পূরণ করতে পারে। তবে রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন। রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি করে চলছে। বর্তমানে রাজ্যে সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে ১৪টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী টি.সি.এ.-এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ক্লাব এবং সংগঠনকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য ক্রিকেটের উন্নয়নে সারা বছর কাজ করে চলছে। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রেও টি.সি.এ.-কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের শুধু সুযোগ প্রদানই করে না, তাদেরকে সম্মানও প্রদান করে থাকে।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস.বি.আই-এর রিজিওন্যাল ম্যানেজার (আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক) দেবাশিস চন্দ্র দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন টি.সি.এ. সভাপতি তপন লোধ। আজকের এই রক্তদান শিবিরে ১১৪ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

তিপরা মথার শাসনকালে জনজাতি উন্নয়নের হিসাব চাইলেন আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্ব

আগরতলা, ৩০ মে: তিপরা মথার শাসনকালে জনজাতি উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। তাঁরা শুধুমাত্র মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে রাজনীতি করেছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথার বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।রাজ্য আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বলেন, তিপরা মথা সরকার আদিবাসী অঞ্চলে কোনও বাস্তব উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা শুধুমাত্র মানুষের আবেগ নিয়ে রাজনীতি করেছে। তিনি অবিলম্বে এডিসি এলাকায় কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের তথ্য নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, উন্নয়নের নামে জনজাতিদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য ঐতিহাসিকভাবে কেবলমাত্র কংগ্রেস কাজ করেছে। আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি যদি কেউ রেখেছে, তা কেবল কংগ্রেস।

বৃষ্টিতে ভেসে গেলো ব্রিজ, গোলাঘাটি টাকারজলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : বৃষ্টির জলে গেলো টাকারজলা রামহরি পাড়ার ব্রীজ। দুদিন যাবৎ টানা প্রবল বর্ষণে শুক্রবার দুপুরে সাইদা নদের উপর ব্রীজ ভেঙে গোলাঘাটি ও টাকারজলা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ বৃষ্টি খুবই করুণ অবস্থায় ছিলো। এলাকার প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও মানব দেববর্মার কাছে বৃষ্টি ঠিক করার দাবী জানিয়েছেন কিন্তু তারা জনগণের সেই কথাকে মান্যতা দেয় নি। যার ফলশ্রুতিতে শুক্রবার টানা প্রবল বর্ষণ ও বৃষ্টির জলে ভাসিয়ে নিলো ব্রীজটি।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

দমকলবাহিনীর তিনটি ইঞ্জিন। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সহ পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র এবং স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না দত্ত। সরকারের তরফ থেকে দূর্যোগ মোকাবিলার তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হবে বলে জানান ডেপুটি মেয়র।

এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, গতকাল রাত ১২ টা নাগাদ মহারাজগঞ্জের সবজি বাজারের ছয়টি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে দোকানের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন সহ উপস্থিত জনতার সহায়তায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ্ড আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে। এদিকে, আজ সকালে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাছাড়া, ছুটে গিয়েছেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র এবং স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না দত্ত বাজার পরিদর্শনে যান এবং সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

নদীর জলস্তর

● প্রথম পাতার পর

বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বোধজংনগরে ১০৭ এমএম, ডিএম অফিসে ৮২ এমএম, এডি নগর ১৩৬ এমএম, জিরানিয়ায় ১৫৮ এমএম, সচিবালয়ে ৭৬.৫ এমএম, হাওরায় ১১৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ১৬৭ এমএম, বিশালগড়ে ৮৮ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ২১১ এমএম, গজারিয়া ১০৯ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগে ২০৪ এমএম, খোয়াই জেলায় ১২২ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ১১২ এমএম। তেমনি, গোমতী জেলায় অমরপুরে ৯২.২ এমএম এবং করবুক ৭১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ৮৮ এমএম, সাব্রুমে ১০৯.৪ এমএম, বাগাফা ৮৬.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৬৭.৮ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৪৬.৪ এমএম, কদমতলায় ৬৬.৫ এমএম এবং নতুনবাজারে ১৩৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।তেমনি ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৭৮.২ এমএম এবং কৈলাসহরে ৮৪.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৩৩ এমএম, ছাওমনুতে ৪৪.৭ এমএম, কমলপুরে ৭০.৬ এমএম এবং মনুঘাটে ৬৭.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

চড়িলাম ও বিশালগড়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা বহু পরিবার বানভাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,৩০মে:চড়িলাম এবং বিশালগড়ে বহু কৃষক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চড়িলামের ফকিড়ামুড়া, কড্ডুইমুড়া,বালুয়াছড়ি, পুরানবাড়ী সহ বিভিন্ন এলাকা বর্তমানে বানভাসি। তাছাড়া অন্যদিকে বিশালগড় বিজয় নদীর জলে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে কয়েকটি পরিবার। রাউৎখলা, রঘুনাথপুর, দুর্গানগর সহ তেবাড়িয়ার নদীর বাঁধ ভেঙ্গে আতঙ্কে রয়েছেন গোটা গ্রামবাসী, পথচারী সহ ছাত্রছাত্রীরা। শস্য ক্ষেত, পাতা কৃষি,ধানক্ষেত সবাই জলের নিচে, এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে কৃষকরা সাহায্যের প্রার্থনা করছেন ঊর্ধতন ও কর্তৃপক্ষের নিকট। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন তরে বিষয়টি জানানোর পরেও কোনরকম হেলদোল নেই।

শুধু আশ্বাস মিলেছে বিশালগড়ের তরুণ বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব এবং চড়িলামের মন্ডল সভাপতি তাপস দাস যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে বন্যা মোকাবেলায় বন্যা মোকাবেলায় সকলের পাশে থাকবে। অন্যদিকে বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ কাউন্সিলারগণের প্রচেষ্টায় পৌর পরিষদের যে সকল ড্রেইনগুলি আবর্জনাপুর্ন সেই সকল ড্রেইনগুলি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাতে কোনরকম জনগণ এবং বাজার ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয়। চড়িলাম এবং বিশালগড়ের স্থানীয়দের দাবি , যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌর পরিষদ এবং প্রশাসন যৌথভাবে আবর্জনা মুক্ত এবং বেঙ্গলি দ্রুত সংস্কার করার। তাছাড়াও বিশালগড়ের আম বাগানে দুটো জায়গায় জলমগ্ন হওয়ায় পথচারীদের খানিকটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।আমবাগান হয়ে সুবল সাহা চৌমুহনী যাওয়া এবং আমবাগান থেকে জাঙ্গালিয়া যাওয়ার দুটো রাস্তা জলমগ্ন। তাতে পথচারী থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের একটু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা শাসক তথা রাকেশ চক্রবর্তী জানান বিশাল টিএসআর বাহিনী, এনডিআরএফ এবং ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট এর অর্জুন সংখ্যক কর্মীরা যেকোনো সময়ে বন্যা মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। বিশালগড় মহকুমা শাসক এও আশ্বস্ত করেন বন্যা মোকাবেলায় জোর কদমে প্রশাসন কাজ করছে, জনগণের কোন রকম অসুবিধা হবে না বলেও জানান।তারা ২৪ ঘন্টা বন্যা মোকাবেলার জন্য কাজ করবেন।

খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত জেলাভিত্তিক বক্সিং প্রতিযোগিতা, প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ মে:আজ দুপুর ১২টা নাগাদ খোয়াই সিঙ্গিছড়া সুকান্ত মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হলো খোয়াই জেলা ভিত্তিক বক্সিং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা যৌথভাবে আয়োজন করে খোয়াই জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন, যা স্বীকৃত ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল ও ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস সেলের রাজ্য প্রবাহী কমল দে, ত্রিপুরা এনেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, খোয়াই জেলা সংঘ প্রচারক অভিজিৎ সূত্রধর, হোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী, কাউন্সিলর পিযুষ কান্তি দাস চৌধুরী , খোয়াই জেলা বক্সিং এসোসিয়েশন সভাপতি নিবাস সাহা সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিযোগীরা এই বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে উঠে আসে নবীন প্রতিভারা। এই ধরনের আয়োজন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্য বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত চৌধুরী। তিনি জানান, খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে সুস্থ এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। আজকে খোয়াই জেলাভিত্তিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

২০ বছরের জেল

● প্রথম পাতার পর

নাম করে গাড়িতে তুলে নেয়। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে একটি নির্জন রাবার বাগানে নিয়ে গিয়ে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর পুলিশ এবং এলাকাবাসী যখন নাবালিকাকে খোঁজ করছিল তখন রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ মেয়েটিকে বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর নাবালিকার মা বিলোনিয়া মহিলা থানায় অভিযুক্তের নাম দিয়ে লিখিতভাবে অভিযুক্তের শাস্তি চেয়ে মামলা করে। তারপর পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং আদালতে নাবালিকার জবানবন্দী রেকর্ড করে। এই মামলা পুলিশ ১৮ জনকে সাক্ষী হিসেবে তুলে ধরলেও আদালত ১৭ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে আজ এই মামলার রায় দেন।

বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের স্পেশাল বিচারক সাক্ষীদের কথা শুনে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ মুহুরী কে দোষী সাব্যস্ত করে পক্সো আইনে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এই রায়ে স্বাভাবিকভাবে নাবালিকার পরিবার খুশি হলেও আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রসেনজিতের পরিবার। এ মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন বিলোনিয়া মহিলা থানার ওসি ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভৌমিক। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এই মামলার স্পেশাল পিপি আইনজীবী প্রভাত চন্দ্র দত্ত।

সময়সীমা বাড়লো

● প্রথম পাতার পর

০৩-০৬-২০২৫-এর রাত ১২টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকল প্রার্থীকে শেষ তারিখের আগে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার এক মহিলা

● প্রথম পাতার পর

হেলাল মিয়ার বাড়িতে মাদকজাতীয় দ্রব্য মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগরের এসডিপিও ও ওসির নেতৃত্বে একটি যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে হেলাল মিয়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মোট ৭,৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি পিস্তল এবং চারটি তাজা গুলি। এসময় পুলিশ হেলাল মিয়ার স্ত্রী মামন বেগমকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ধর্মনগর থানায়। ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সাংবাদিকদের জানান উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চাষ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কৃষকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক কৃষকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার মুহূর্ত সকলের নজর কাড়ে।

ফল প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

করেছিল। তাদের মধ্যে ৭১০ জনের নম্বর বেড়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে বছর বাঁচাও পরীক্ষা দিয়ে সাতজন পাশ করেছে। পর্ষদ সচিব দুলাল দে সাংবাদিকদের জানান, পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট টিবিএসই-এর ওয়েবসাইটে দেখতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় মহিলা প্রাণীপালকদের হাঁস-মোরগ পালনে সহায়তা, এনএলএম প্রকল্পে পশুপালনে উদ্যোগীদের সহায়তা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিরও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৪৩১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পাশাপাশি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রপ্তানীর লক্ষ্যে রাজ্যে উচ্চ উৎপাদনশীল শূকর প্রজাতির প্রজননের একটি শূকর প্রজনন খামার এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে তোলার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। দিন দিন গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পশু খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। তাই স্থানীয় উৎস থেকে পশু খাদ্য উৎপাদনে পিপিপি মডেলে বিনিয়োগ আকর্ষিত করার কথা বলেন তিনি।

ত্রিপুরা রাজ্য তিন দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হওয়ায় সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একটি আধুনিক প্রাণী রোগ অনুসন্ধান ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় জলাশয় সম্প্রসারণ এবং সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। গত ৫ বছরে মৎস্যচাষের বিকাশে রাজ্য বাজেট থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার তহবিল থেকে ৭৬.৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যকে মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৮১৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ত্রিপুরা মাছের পোনা উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে বিপননের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে রাজ্যগুলির মধ্যে মাছের পোনার চাহিদা খতিয়ে দেখতে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সহায়তা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মাছের পোনা উৎপাদন ও বিপননের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন পাইকারি ও খুচরো মাছের পোনার বাজার স্থাপন, রাজ্যে শুকনো মাছের ভ্যালু চেইন এর উন্নতিকরণ, মাছের খাদ্য উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের দ্বিতীয় উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়ালি সভায় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস এবং পোল্ট্রি উৎপাদন ক্ষমতা, চাহিদা, উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি খতিয়ে দেখে উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস এবং পোল্ট্রি উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি উদ্বৃত্ত পণ্য পার্শবর্তী দেশে রপ্তানী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় এছাড়াও আলোচনা করেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, নাগাল্যান্ডের ডেপুটি সিএম টি জেলিয়াং প্রমুখ।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

মায়ের মতো দেশকে রক্ষা করছেন।" তিনি শহিদ সাব-ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজের বলিদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, নবীনগরে ৩০,০০০ কোটি মূল্যের সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, যা ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। দারভাঙ্গা বিমানবন্দর থেকে এখন দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে সরাসরি বিমান চলছে এবং পাটনার নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং এখন বছরে ১ কোটি যাত্রী সামলাতে পারবে। বিহারকে সংযুক্ত করতে চার ও ছয় লেনের একাধিক জাতীয় সড়ক প্রকল্প, নতুন গঙ্গা সেতু এবং গ্রিনফিল্ড করিডোর তৈরি হচ্ছে। রেল পরিকাঠামোতে বহু কোটি টাকার বিনিয়োগে চালু হয়েছে নতুন ট্র্যাক, স্টেশন আধুনিকীকরণ এবং বন্দে ভারত ট্রেন। আজ প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও কৃষকের জন্যও বড় ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ৭৫ লাখ কৃষক পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি। মাখন বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং বিহারের মাখান পেয়েছে জিআই ট্যাগ, যা কৃষকদের আয় বাড়াবে। খরিফ মরসুমের জন্য ১৪টি ফসলের এমএসপি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে কৃষকেরা ন্যায্য মূল্য পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা আজ বিহারে সামাজিক ন্যায়ের নতুন সূর্যোদয় দেখছি।" তিনি জানান, ৪ কোটি নতুন ঘর তৈরি হয়েছে, ৩ কোটি নারী হয়েছেন "লাখপতি দিদি", ১২ কোটিরও বেশি পরিবার পাচ্ছেন পানীয় জলের সংযোগ, ৭০ বছরের ঊর্ধ বয়স্করা পাচ্ছেন বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা। তিনি জানান, বিহারে ড. বিআর আম্বেদকর সমগ্র সেবা অভিযান শুরু হয়েছে, যার মাধ্যমে ২২টি সরকারি প্রকল্প একসঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামে। ইতিমধ্যে ৩০,০০০-এর বেশি ক্যাম্প হয়েছে এবং লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "যাঁরা এক সময় বিহারকে শোষণ করেছিলেন, এখন 'সামাজিক ন্যায়'-এর ভুয়া গল্প শুনিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরতে চাইছেন।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "বিগত সরকারগুলো যখন গরিবদের জন্য কিছুই করেনি, তখন কি সেটাই ছিল সামাজিক ন্যায়?" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের লক্ষ্যবাবাসাহেব আম্বেদকর, কার্পূরী ঠাকুর, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বাবু জগজীবন রামের স্বপ্নের বিহার গড়া।" তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, বিহার যখন এগিয়ে চলে, গোটা ভারত বিশ্বমঞ্চে নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়।

রাজস্ব সচিব

● প্রথম পাতার পর

আগরতলায় জহরব্রীজ এলাকায় হাওড়া নদীর জলস্তর বর্তমানে নিম্নগামী। রাজ্যের অন্যান্য নদীগুলিরও জলস্তর বিপদসীমার নিচে। স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার থেকে আবহাওয়া দপ্তর, কেন্দ্রীয় জল কমিশন ও পূর্ত (জল সম্পদ) দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে প্রতিনিয়ত নদীগুলির জলস্তরের মনিটরিং করা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামীকাল অর্থাৎ ৩১ মে ২০২৫ উত্তর জেলা এবং ঊনকোটি জেলায় লাল সতর্কতা এবং অন্য জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বর্ষণজনিত সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর প্রতিনিয়ত নজর রাখছে এবং বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছে, যাতে উদ্ধার, ত্রাণ কাজ এবং কোন ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানো যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গত ২৮ মে রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, পদক্ষেপ, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জেলায় এন ডি আর এফ অথবা এস ডি আর এফ-কে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা শাসকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তথ্য তুলে ধরা হয়, তাতে দেখা যায় সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়েছে ২০৪৮ মিলিমিটার এবং আগরতলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২১.৬ মিলিমিটার। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তমাল মজুমদার এবং স্টেট প্রজেক্ট অফিসার (বিপর্যয় মোকাবিলা) শরৎ দাস উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু হাতির

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া পশু চিকিৎসালয় থেকে এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ডক্টর বিশ্বভারতী দেববর্মার নেতৃত্বে ডঃ সৃজন দেববর্মা, ডক্টর মাল্টিনা দেববর্মা, ডক্টর অভিষেক পাল মৃত হাতির পোস্টমর্টেমের জন্য দোখায় কামিতে যান।

বিকাল নাগাদ মৃত হাতেটির ময়নাতদন্তের পর জানা যায়, বজ্রপাতের কারণেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। পশু চিকিৎসক টিমের ময়নাতদন্তের পর বন দপ্তরের আধিকারিকরা দোখাই কামিতেই জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়ে হাতিটিকে মাটিচাপা দিয়ে দেয়। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত দেড় বছরে দক্ষিণ মহারানী ও তার আশপাশ এলাকা গুলিতে নানান কারণে চারটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। মৃত হাতিটি ছিল মহিলা। হাতিটির আনুমানিক বয়স তিন থেকে চার বছর।

ক্রীড়াঙ্গন

এবারের রাজ্য সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করলেন দাবাপ্রেমীরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ হলো ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। গেলো ৫০ বছরকে ছাপিয়ে এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ওই আসর। যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন দাবাপ্রেমীরা। আসরের উদ্বোধনী দিনে অতীতের দিকপাল ১৫ জন দাবাড়ু এবং চারজনকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে এবারের আসরকে অন্য রূপ দিয়েছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার নবগঠিত কমিটির কর্তারা। যা রাজ্য দাবা সংস্থার আগের কমিটি গুলো এমন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। যার প্রশংসা ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় থেকে শুরু করে ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ করেছিলেন। পর্ষদ সচিব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন দাবা সংস্থার এই অভিনব উদ্যোগ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত অন্য সংস্থাগুলিরও। শুধু উদ্বোধনের দিনে নয় সমাপ্তি দিনও মঞ্চ আলোড়ন করেছিলেন সংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, পদ্মশ্রী ডঃ দীপা কর্মকার , ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা এবং সচিব সুজিত রায়। যাদের মুখে এবারের আসরের প্রশংসা ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু কিছু স্বার্থেবেষী গোষ্ঠী তা মেনে নিতে পারছেন না। এই স্বার্থান্বেষী লোকরা ওই অনুষ্ঠানে গরিমাকে নষ্ট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছেন। বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছে ভুল বার্তা এমনই অভিযোগ এসেছে। কান পাতলেই এসব শোনা যাচ্ছে। যে সকল দাবাড়ু এ বছর আসরের অংশ নিয়েছিলেন তারা তো বটেই, অভিভাবক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অতিথিরাও স্বীকার করেছেন গত পঞ্চাশ বছরের তুলনায় এবারের রাজ্য আসরের অন্য মাত্রা নিয়ে এসেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার ক্রীড়া ক্ষেত্রেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। গড়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন পরিকাঠামো। নজর রাখছে খেলোয়ারদের দিকেও। শুধু ফুটবল ক্রিকেট নয়, নজর দেওয়া হয়েছে দাবার দিকেও। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মন্ত্রী স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন ত্রিপুরা দাবার আরও উন্নতির জন্য একটি ইনডোর দেওয়া হল ঘর অতি সত্তর দেওয়া হবে। আগামী দিনে রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে আরও বেশ কয়েকটি আসর করা হবে। ওই আসর গুলি কিভাবে আরও সুন্দর করা যায় তা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন বর্তমান কমিটির কর্তারা। সংস্থার প্রায় সকলেই একজোট হচ্ছেন ওই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দিকে। যা আগামী দিনে প্রকাশ্যে আনা হবে এমনই অভিমত। তবে এবারের অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করাই রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দাবাড়ু এবং অভিভাবকরা। প্রসঙ্গত: রাজ্য দাবায় প্রথম দুটি স্থান দখল করেন যথাক্রমে উত্তর জেলার শেখোয়াত হোসেন এবং পশ্চিম জেলার কিংশুক দেবনাথ। এবারের আসর থেকে বেশ কেকজন খুদে প্রতিভাবান দাবাড়ু নজর কেড়েছে। যাদের আগামীদিনের তারকা মনে করছেন দাবা প্রেমীরা।

শান্তিকামি সঙ্ঘে ব্লিটজ দাবা কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাইজমানি ব্লিটজ দাবা প্রতিযোগিতায় রবিবার। শান্তি কামি সংঘের উদ্যোগে। ১৮ মে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে আসর স্থগিত রেখেছিলেন উদ্যোক্তারা। নতুন সুচি অনুযায়ী রবিবার হবে আসর। অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের উদ্যোক্তা ক্লাবে দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। খেলা পরিচালনা করবেন পান্না আহমেদ।

সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের শেষ আটের নতুন সূচী ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে নতুন সূচি ঘোষিত হল। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য বাধ্য হয়েই আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ পিছিয়ে দিল রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। নতুন সুচি অনুযায়ী ৩ জুন হবে আসরের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ঐদিন সকাল সাড়ে আটটায় তালতলা স্কুল মাঠে বড়দোয়ালী স্কুল খেলবে এস টি পালস স্কুলের বিরুদ্ধে, দুপুর একটায় হেনরি ডিরোজিও একাডেমি খেলবে প্রগতি বিদ্যাভবনের বিরুদ্ধে, ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে আটটায় বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন খেলবে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিরুদ্ধে এবং দুপুর ১ টায় হোলিক্রস স্কুল খেলবে নিউ হিন্দি স্কুলের বিরুদ্ধে। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে পাঁচ জুন। টি আইটি মাঠে। ৭ জুন হবে ফাইনাল ম্যাচ। রিজার্ভ ডে হিসেবে রাখা হয়েছে ৮ জুন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে নতুন সুচি ঘোষণা করেন।

বাংলার ক্রিকেটের প্রচারে এ বার 'বাঁটুল দি গ্রেট'! ২০ ওভারের লিগ জনপ্রিয় করতে উদ্যোগ সিএবির

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের ম্যাসকট হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কমিক 'বাঁটুল দি গ্রেট'। নায়ারণ দেবনাথের সৃষ্ট চরিত্রকে সামনে রেখে বাংলার ২০ ওভারের লিগকে জনপ্রিয় করতে উদ্যোগী ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)। দ্বিতীয় বছরের প্রতিযোগিতার ড্রাফটে ছিল ৮০২ জন ক্রিকেটারের নাম। তাঁদের মধ্যে থেকে পছন্দের ক্রিকেটারদের বেছে নিয়েছে দলগুলি। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন মনোজ তিওয়ারি, শাহবাজ আহমেদ, অভিষেক পোড়েল, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারেরা।সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ্যে আনা হল বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের ম্যাসকট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, সচিব নরেশ ওঝা, যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী-সহ অন্য কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শঙ্কর মণ্ডল, দীপ্তাংশু মণ্ডল প্রমুখ।বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে আটটি দল খেলে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের প্রতিযোগিতাও হয়। গত মরসুম থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে সিএবি। দল কর্তৃপক্ষেরা পছন্দের ক্রিকেটারদের বেছে নিয়েছেন। রাঢ় টাইগার্সের হয়ে খেলতে দেখা যাবে শাহবাজ, প্রদীপ্ত প্রামাণিককে। শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলবেন আকাশ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। মেদিনীপুর উইজার্ডের হয়ে খেলবেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিবেক সিংহ। হাওড়া ওয়ারিয়র্সে রয়েছেন আমির গনি। কলকাতা রয়্যাল টাইগার্সের হয়ে খেলবেন অভিষেক, করণ লাল। মনোজকে নিয়েছে হারবার ডায়মন্ডস।

টিসিএ আয়োজিত রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত এসবিআই-এর পক্ষ থেকে মাঠে গাড়ি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বিরাজ করছিল। বিষয়টা রক্তদান শিবির। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। কার্য্যক্ষেত্রে বিষয়টা আজ, শুক্রবার এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে রক্তদান উৎসবে পরিণত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডঃ মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় প্রমুখ। আয়োজক হিসেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সম্পাদক সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ১১৪ জন পুরুষ-মহিলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছেন।

পুরোপুরি উৎসবের মেজাজে সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের রক্তদানে সামিল হতে পারে প্রত্যেকে বেশ আনন্দ উপভোগ করছেন। পাশাপাশি আজ, শুক্রবার একই অনুষ্ঠানে আরও একটি বিশেষ উৎসাহ বর্ধক, প্রশংসনীয় উদ্যোগ মূলক বিষয় উপস্থাপিত হয় আজ।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিশেষ করে দুটো মাঠে খেলোয়ারদের জন্য ড্রিংকস ইত্যাদি পরিবহনের লক্ষ্যে দুটি অত্যাধুনিক, অত্যন্ত উপযোগী গাড়ি ডোনেট করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এখানকার জেনারেল ম্যানেজার দেবাশীষ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, উল্লেখ্য লক্ষাধিক টাকা মূল্যের দুটো গাড়ি রাজ্যের ক্রিকেট খেলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনেকটা উপকারে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই বক্তৃতায় এই উদ্যোগে ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

গাওস্করের অনুরোধ রাখতে চলেছে বোর্ড, আইপিএলে বাকি ম্যাচে হয়তো থাকবে না চিয়ার লিডার, ডিজে

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহের মধ্যে আবার শুরু হচ্ছে আইপিএল। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশ। এই আবহে বিনোদনহীন আইপিএলের অনুরোধ করেছিলেন সুনীল গাওস্কর। তা মানতে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলি চিয়ার লিডার এবং ডিজেদের ছাড়াই আয়োজন করা হতে পারে।'ইন্ডিয়া টুডে' ওয়েবসাইটে বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছেন, বাকি ম্যাচগুলিতে হয়তো চিয়ার লিডারেরা থাকবেন না। ম্যাচ চলাকালীন গান বাজিয়ে দর্শকদের বিনোদন দেবেন না ডিজেরাও। তবে ফাইনালে বিনোদন থাকলেও থাকতে পারে। আইপিএল সুষ্ঠু ভাবে শেষ করাই এখন বোর্ডের লক্ষ্য।

তাই বাড়তি কোনও বিনোদনের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ তারা।

উল্লেখ্য, লিগ এবং প্লে-অফ মিলিয়ে আরও ১৭টি ম্যাচ রয়েছে আইপিএলের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছে এই ম্যাচগুলিতে গান বাজানোর ব্যবস্থা, চিয়ার লিডার এবং ডিজে না রাখার আর্জি জানিয়েছেন গাওস্কর। তিনি বলেছেন, "বেশ কিছু পরিবার তাদের নিকটাত্মীয়কে হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তরিক ভাবে আশা করব আইপিএলে বাড়তি কোনও আয়োজন থাকবে না। শুধু খেলাগুলো হোক।

ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলা দেখতে আসুন।

কিন্তু দু'ওভারের মাঝে ডিজে চাই না।

মাঠে চিয়ার লিডারও দরকার নেই। এ রকম কিছু প্রয়োজন নেই। শুধু খেলা হোক। যাঁরা কাছের এবং প্রিয় জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের আবেগকে এ ভাবে সম্মান জানানো যেতে পারে।"

ঘরোয়া সি ডিভিশন ফুটবলে ইউনাইটেড বিএসটি-কে রুখে দিলো কেশব সংঘ

ইউ বি এস টি -১ — **কেশব সংঘ -১**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এগিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হলো না ইউ বি এস টি-র। শেষ পর্য্যন্ত কেশব সংঘের বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লেন বিশাল সাহা-র ছেলেরা। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শুক্রবার বিকেলের ম্যাচটি শেষ হয় ১-১ গোলে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মুষলধারে বৃষ্টির ফলে উমামান্ত মাঠের অ্যাস্টো টার্ফ পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। ফলে গ্রুপের নিচে সারিতে থাকা দু'দলের ফুটবলাররা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি। অজস্র মিস পাশে ভরা ছিল ম্যাচটি। একসময় ম্যাচটি বিরক্তি কর হয়ে উঠেছিল। ম্যাচ শুরুর ২৮ মিনিটের মাথায় হাইচুন রাম হালাম গোল করে গিয়ে দেন ইউ বি এস টি ক্লাবকে। গোল হজম করার পর সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন কেশব সংঘের ফুটবলাররা। ৩২ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে আধি দেববর্মা সমতা ফেরান। এরপর দু-দলের ফুটবলাররাই আপ্রাণ চেষ্টা করলেও গোলের রাস্তা খুঁজে পাইনি। ভাংতে পারেননি বিপক্ষের রক্ষণভাগ।তবে এগিয়ে যাওয়ার মত সুযোগ পেয়েছিল দু-দলই। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় ম্যাচটি। খেলা পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা।

ভারত-পাক সংঘাতের জেরে সঙ্কটে পাকিস্তান ক্রিকেট লিগ, জারি হতে পারে বিদেশি ছাড়াই দল নামানোর ফতোয়া

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির পর আইপিএলের সঙ্গে একই দিনে শুরু হতে চলেছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। তবে সেই লিগে বিদেশি ক্রিকেটারদের ক'জনকে পাওয়া যাবে তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন পাকিস্তানে ফিরতে চাইছেন না। তাঁর মতে, এখনও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে পাকিস্তানে।পিএসএলের দশম সংস্করণে মোট ৩৭ জন বিদেশি খেলছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগকেই পাওয়া যাবে না বলে মনে করা হচ্ছে। নিউ জিল্যান্ডের বেশির ভাগ ক্রিকেটারই পাকিস্তানে ফিরতে নারাজ। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যেও দোলাচল রয়েছে। তবে ডেভিড ওয়ার্নার জানিয়েছেন, তিনি করাচি কিংসের হয়ে খেলার জন্য পাকিস্তানে ফিরবেন।আগামী ১৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে পিএসএল। পাকিস্তান বোর্ড জানিয়েছে, যেখান থেকে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই লিগ শুরু হবে। গ্রুপের চারটি ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্লে-অফ এবং ফাইনাল হবে লাহৌরে।বিদেশি ক্রিকেটারদের আসা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে পিসিবি। শোনা যাচ্ছে, একটি 'মিনি রিপ্লেসমেন্ট ড্রাফ' আয়োজন করা হবে। সেখান থেকে ক্রিকেটার খোঁজা হবে। যদি তাতেও কাজ না হয় তা হলে পিএসএলের তরফে নিয়ম করা হতে পারে, বিদেশিহীন দল নামানোর।এর ঠিক উল্টো অবস্থা ভারতে। আইপিএলে খেলার জন্য বেশির ভাগ বিদেশি ক্রিকেটারই ভারতে ফিরতে রাজি হয়েছেন। তবে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হতে চলায় তাদের সব খেলোয়াড়কে হয়তো শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

আবার বোমা মারার হুমকি জয়পুরের স্টেডিয়ামে, আইপিএল শুরুর আগে চিন্তায় বিসিসিআই

এক-দু'বার নয়, টানা তিন বার জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। আইপিএলের পরিবর্তিত সূচিতে তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা এই স্টেডিয়ামে। তার আগে একের পর এক হুমকি ই-মেল চিন্তা বাড়িয়েছে বিসিসিআইয়ের। গত ৮ এবং ১২ মে রাজস্থান ক্রীড়া সংসদের কাছে হুমকি ই-মেল এসেছিল জয়পুরের এই স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার। জানানো হয়েছিল, এই স্টেডিয়ামে বোমা রাখা আছে। ১৩ মে, মঙ্গলবার দুপুরে আবারও একটি ই-মেল আসে। সেটি পেয়েই গোটা স্টেডিয়াম তল্লাশি করে পুলিশ। প্রথম দু'বারের মতো এ বারও ভুয়ো হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।রাজস্থান রাজ্য ক্রীড়া সংসদের মুখ্যকর্তা নীরজ কে পবন জানিয়েছেন, স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাট। ফলে সমর্থকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সবাইকে যাতে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া যায়, তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।২৮ মে রাজস্থান বনাম পঞ্জাবের খেলা রয়েছে জয়পুরে। এর পর পঞ্জাব বনাম দিল্লি এবং পঞ্জাব বনাম মুম্বইয়ের খেলাও সেখানে হবে।গত ৮ মে সকাল ৯.১৩ নাগাদ প্রথম হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল, "অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদ্যাপন করতে আমরা আপনাদের স্টেডিয়ামে বিস্ফোরণ ঘটাব। যদি পারেন সবাইকে বাঁচিয়ে দেখান।" পুলিশ জানিয়েছিল, 'পাকিস্তান জেকে ওয়েব' নামে একটি ইমেল আইডি থেকে মেলটি এসেছে।সূত্রের খবর, সেই সময় স্টেডিয়ামে ছিলেন কয়েক জন কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বার করে আনা হয়েছিল। পুলিশকে হুমকি ইমেলের কথা জানানো হয়েছিল। তবে তখনও আইপিএল বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। পরিবর্তিত সূচিতে জয়পুর যে আরও দু'টি ম্যাচ পাবে তা-ও ঠিক ছিল না।

সাউথগেটের পর দ্রাবিড়-বৈভবদের নতুন বিদেশি ভক্ত, রাজস্থানের সমর্থক হয়ে গেলেন 'আমেরিকান পাই' খ্যাত ইউজিন

রাজস্থান রয়্যালস দলে হঠাৎ উপস্থিত কানাডার অভিনেতা ইউজিন লেভি। এর আগে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবল কোচ গ্যারেথ সাউথগেট এসেছিলেন রাজস্থানের খেলা দেখতে। তিনি দু'টি ম্যাচও দেখেন মাঠে বসে। ইউজিন এসে দেখা করলেন রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে। পেলেন নিজের নাম লেখা জার্সিও।ভারতে এসেছেন ইউজিন। তার মাঝেই রাজস্থান রয়্যালসের অনুশীলনে দেখা গেল তাঁকে। দ্রাবিড়ের হাত থেকে পেলেন জার্সি। এর আগে কখনও কোনও ক্রিকেট দলের সমর্থক ছিলেন না তিনি। জানিয়েছেন, এখন থেকে রাজস্থান রয়্যালসের সমর্থক হয়ে গেলেন। দলের তরফে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানে দ্রাবিড়কে বলতে শোনা যায়, "আপনি যখন রাজস্থান রয়্যালসের সমর্থক হয়েই গিয়েছেন, আপনার জন্য বিশেষ জার্সি রয়েছে আমাদের। আশা করি এই জার্সি পরে গর্বের সঙ্গে আমাদের খেলা দেখবেন।" উত্তরে ইউজিন বলেন, "অবশ্যই। আমি এখন থেকে রয়্যালসের সমর্থক।""শিট ক্রিক' নামক একটি ধারাবাহিকে অভিনয় করে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছিলেন ইউজিন। ১৯৬৯ থেকে অভিনয় করেন তিনি। বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'আমেরিকান পাই'-এর মতো ছবিতেও অভিনয় করেছেন।এ বারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ১২টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জিতেছে রাজস্থান। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ন'নম্বরে রয়েছে তারা। প্লে-অফে ওঠার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখনও দু'টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। পঞ্জাব কিংস (১৮ মে) এবং চেন্নাই সুপার কিংসের (২০ মে) বিরুদ্ধে খেলবে তারা।

করোনায় আক্রান্ত হায়দরাবাদের ট্রেভিস হেড, খেলতে পারবেন না লখনউ ম্যাচে, জানালেন কোচ

লখনউয়ের বিরুদ্ধে আইপিএলের ম্যাচে খেলতে পারবেন ট্রেভিস হেড। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাই সময় মতো দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। লখনউ যেতেও পারবেন না। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি। বছর দুই-তিন আগেও করোনায় আক্রান্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তবে এখন বিশ্বজুড়ে করোনার প্রকোপ অনেক কম। আক্রান্ত হওয়ার খবরও সে ভাবে প্রকাশ্যে আসে না। এই পরিস্থিতিতে ভেট্টোরির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। কী ভাবে হেড করোনায় আক্রান্ত হলেন তার সন্ধান চলছে। যদিও তাঁকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে কি না বা দলের আর কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কি না সেই খবর তিনি জানাননি। হেড এখনও হায়দরাবাদ শিবিরে যোগ দেননি। তাঁর আসার কথা সোমবার সকালে। রবিবার ভেট্টোরি বলেছেন, "হেডের কোভিড-১৯ হয়েছে। তাই ও যেতে পারছে না। আশা করি পরের ম্যাচেই ওকে পাওয়া যায়। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছে কি না এবং খেলার মতো অবস্থায় রয়েছে কি না সেটা আগে দেখতে হবে।"গত বারের ফাইনালিস্ট হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। লখনউয়ের বিরুদ্ধে তাদের সম্মানরক্ষার লড়াই। অন্য দিকে, ঋষভ পন্থের লখনউয়ের কাছে সোমবার টিকে থাকার লড়াই। তারা সব ম্যাচ জিতলে ১৬ পয়েন্টে পৌঁছতে পারে। তাতেও প্লে-অফ নিশ্চিত হবে এমনটা বলা যাচ্ছে না।আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর হেড এবং প্যাট কামিন্স অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। ভারতে ফিরবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছিল না। কিছু দিন আগে জানা যায়, দু'জনেই ভারতে ফিরবেন।আইপিএলে হায়দরাবাদের আর তিনটি ম্যাচ বাকি। তারা খেলবে লখনউ (১৯ মে), বেঙ্গালুরু (২৩ মে) এবং কলকাতার (২৫ মে) বিরুদ্ধে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে গেল কলকাতা ! আইপিএলের প্লে-অফের দৌড়ে আর নেই রাহানেরা, কেকেআরের আশায় জল ঢেলে দিল বেঙ্গালুরু

বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে গেল আইপিএলের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ। টসও করা যায়নি বৃষ্টির জন্য। ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় প্লে-অফ খেলার আশা শেষ হয়ে গেল অজিঙ্ক রাহানেদের। গত বারের চ্যাম্পিয়নদের আশায় জল ঢেলে দিল বেঙ্গালুরুর বৃষ্টি। সাজঘরেই সময় কাটাতে হল দু'দলের ক্রিকেটারদের।আবহবিদদের পূর্বাভাস মতোই শনিবার সকাল থেকে বেঙ্গালুরুর আকাশ ছিল মেঘলা। দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। নাগাড়ে বৃষ্টি চলতে থাকায় নির্ধারিত সময় টস করাও সম্ভব হয়নি। রাত ন'টা নাগাদ বৃষ্টি থামে। মাঠ শুকনো করার কাজ শুরু করেন মাঠকর্মীরা। খেলা শুরুর আশা তৈরি হয়। কিন্তু মিনিট ১৫ পর আবার বৃষ্টি নামে। শেষ পর্যন্ত রাত ১০টা ২০ মিনিটে মাঠ পরিদর্শনের পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়ারেরা। এ দিন ম্যাচ বাতিল হওয়ায় ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট হল কলকাতার। অন্য দিকে, ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট বেঙ্গালুরুর।টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পর শনিবার প্রথম মাঠে নামার কথা ছিল বিরাট কোহলির। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ কোহলিকে সম্মান জানাতে সাদা ১৮ নম্বর জার্সি পরে এসেছিলেন মাঠে। খেলা না হওয়ায় তাঁরাও হতাশ হলেন।আইপিএলের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে শনিবার বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জিততেই হত কেকেআরকে। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ জিততে হত সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গেও। তাতেও অবশ্য নিশ্চিত থাকতে পারত না কেকেআর শিবির। রাহানেদের তাকিয়ে থাকতে হত অন্য ম্যাচের ফলে দিকেও। কিন্তু শনিবার ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় কেকেআরের ঝুলিতে এল এক পয়েন্ট। ফলে আর কোনও আশাই থাকল না গত বারের চ্যাম্পিয়নদের।অন্য দিকে, শনিবার জিততে পারলে প্লে-অফে নিশ্চিত হয়ে যেত বেঙ্গালুরু। পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ায় অপেক্ষা বাড়ল কোহলিদের। লিগ পর্বে এখনও দু'টি ম্যাচ বাকি বেঙ্গালুরুর। ২৩ মে তাদের প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। ২৭ মে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বেঙ্গালুরুকে। দু'টির মধ্যে একটি ম্যাচ জিতলেই শেষ চারে জায়গা পাকা হয়ে যাবে কোহলিদের।

১০ মাসের অস্মিতার চিকিৎসা সহায়তার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে:মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৪৪তম পর্বে আজও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্যা পীড়িত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আগরতলা চন্দ্রপুরের দৃষ্টিহীন রিম্পি সাহা (দাস) এসেছিলেন তার ১০ মাস বয়সী কন্যা অস্মিতা দাসের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে। অস্মিতা চোখের সমস্যাজনিত অসুখে ভুগছেন। মুখ্যমন্ত্রী অস্মিতার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন। খোয়াই জেলার আশারামবাড়ির দিনমজুর প্রসেনজিৎ দেববর্মা পায়ের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রসেনজিৎ দেববর্মার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে জি.বি. হাসপাতালে তার পায়ের অপারেশন করানোর জন্য জি.বি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দেন। শান্তিরবাজারের মরণ বণিক তার কন্যার চিকিৎসার সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী জি.বি. হাসপাতালে তার কন্যার চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। অনুরূপভাবে, আগরতলা ভট্টপুকুরের ক্যান্সার আক্রান্ত তপন সরকার, আগরতলা উজান অভয়নগরের প্রদীপ কর্মকারের ৯ মাস বয়সী কন্যা সন্তানের চিকিৎসার, আগরতলা অভয়নগরের রুমা দেবনাথ, প্যারাডাইস চৌমুহনির সুদীপ পোদ্দার, ভট্টপুকুরের শঙ্কর মজুমদার, খোয়াইয়ের রাজীব দেব, চিকিৎসার সহায়তার আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রত্যেককেই চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

তাছাড়াও এদিন স্বর্ণালী সাহা, শর্মিষ্ঠা পাল সহ আরও অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়েছেন। আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জি.বি.পি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. এস দেববর্মা, আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৩০ মে:গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের দুর্গাপুরে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন এক সাংবাদিকের মা। সাংবাদিক চন্দনলাল রায়ের মা আজ প্রয়াত হয়েছেন। ওই প্রবীনার মৃত্যুতে সাংবাদিক পরিবার সহ পরিজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গন্ডাছড়া মহকুমার দুর্গাপুরের প্রবীণা বাসিন্দা ছিলেন প্রয়াত শচিন্দ্রলাল রায়ের স্ত্রী শান্তিবালা রায়(৮২)। শান্তিবালা রায় শুক্রবার ভোর ৫-৩০মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করে সকলের মায়া মমতা ছেড়ে পরলোক যাত্রা করেছেন। প্রয়াতার মৃত্যুতে পরিবার পরিজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ওই প্রবীনার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আত্মীয় স্বজন, সাংবাদিকরা বাড়িতে এবং শ্মশানঘাটে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াতা শান্তিবালা রায় মৃত্যুকালে দুই পুত্র, তিন মেয়ে, নাতি, নাতনি সহ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। প্রয়াতা শান্তিবালা রায়ের বড় ছেলে চন্দনলাল রায় দীর্ঘদিন যাবৎ সংবাদ জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

রাজারবানে জমি দখলচেষ্টা, আতঙ্কে ২০টি পরিবার তদন্তের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: বণিক্য চৌমুহনীর আর কে নগরের অন্তর্গত রাজারবানে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বৈধভাবে বসবাসকারী শাসক দলীয় সমর্থক পরিবার গুলিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গুরুতর অভিযোগ উঠেছে জমির কারবারি হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণ কমল লস্কর নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি নাকি ভুয়া দলিল তৈরি করে ১২ কানি জমি নিজের বোন জোসনা লস্করের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। রাজারবাগের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা চন্দ্রমোহন সরকার জানান, "১৯৬৬ সাল থেকে আমরা এই জমিতে বসবাস করছি। কাগজপত্র সব আমাদের কাছে, অথচ নামজারিতে কৃষ্ণ কমলের বোনের নাম উঠে এসেছে। এটা কীভাবে সম্ভব?" তিনি আরও বলেন, এখানে ২০টি যৌথ পরিবারে প্রায় ৭০ জনের বেশি সদস্য রয়েছে, যারা নিজেদের আইনি জমিতে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে ইনজেকশন থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্ত কৃষ্ণ কমল ও তার সহযোগীরা উচ্ছেদ চেষ্টায় লিপ্ত।

যুবক সুমন সরকারের অভিযোগ, "খয়েরপুর তহশিল ও প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মচারী জমি দখলের ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছে। আতঙ্কিত পরিবারগুলো মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেছেন, "আপনি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই। সঠিক তদন্ত হলে জাল দলিল ও স্বাক্ষরচুত সব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসবে।"

এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল, রাজ্য সরকার যতই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনের উদ্যোগ নিক না কেন, প্রশাসনের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত অংশ সাধারণ মানুষের জমি ও জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। খোদ রাজধানির প্রাণকেন্দ্রে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সহজেই অনুমেয় রাজ্যের বাকি মহকুমা গুলির কি অবস্থা !! এই ঘটনায় ভুক্তভোগীরা দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে অবতীর্ণ হবেন।

ধর্মনগরে টাউন হল সংলগ্ন রাস্তায় চরম বেহাল দশা, বর্ষাকালে বিপদে পথচারী ও যানবাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : ধর্মনগরে টাউন হল সংলগ্ন রাস্তায় চরম বেহাল দশায় পরিনত হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে জমে থাকা বৃষ্টির জল পথ চলাকে করে তুলেছে অত্যন্ত দুর্বিষহ।

ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছোট টাউন হল তথা অর্ধেন্দু স্মৃতি ভবন শহরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ভবনের পাশের প্রধান সড়কটি মাঝখানে দেওয়াল নির্মাণের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চালকদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে পাশের একটি সরু গলি। কিন্তু সেই গলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সম্প্রতি প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে জমে থাকা বৃষ্টির জল পথ চলাকে করে তুলেছে অত্যন্ত দুর্বিষহ।

এই রাস্তায় প্রতিদিন শতাধিক ই-রিকশা, অটো, বাইক ও অসংখ্য পথচারী যাতায়াত করেন। ফলে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই দুর্ভোগের শিকার হয়ে সাংবাদিকদের একজন ই-রিক্সা চালক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে যাত্রী নিয়ে চলাচল করাই কষ্টসাধ্য। গাড়ি বারবার দুলে যায়,যাত্রীরা বিরক্ত হন। এমনকি গাড়ির যন্ত্রপাতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ইরানি থানার পুলিশের অভিযানে আটক এক ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : ইরানি থানার পুলিশের অভিযানে কৈলাসহর চেকপোস্ট থেকে এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম তৌহিদ আলী। সে মাগুরলী এলাকার বাসিন্দা।

ইরানি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) অরুণ উদয় দাস জানান, তৌহিদ আলী দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে ভারতে প্রবেশ করাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, প্রবেশ করানোর পর এই বাংলাদেশি লোকজনকে সে বিভিন্ন ধরনের কাজেও নিযুক্ত করত। যার মধ্যে অনেক অবৈধ কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনাও রয়েছে। তৌহিদ আলীর বিরুদ্ধে চলতি মাসেই ইরানি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগে বলা হয়, সে সীমান্ত এলাকায় দালালি চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইরানি থানার পুলিশ তার ওপর নজরদারি চালায় এবং গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুরে কৈলাসহর চেকপোস্টে তাকে আটক করা হয়।প্রথমে তাকে কৈলাসহর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাকে স্থানান্তর করা হয় ইরানি থানায়। বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পুলিশ তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,এই ঘটনার পেছনে একটি বৃহত্তর দালাল চক্র কাজ করছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে, এবং তদন্তের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ককে উৎঘাটনের চেষ্টা চলছে।পুলিশের এই সফল অভিযানে সীমান্তবর্তী এলাকায় আবারও নিরাপত্ত া ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে এসেছে।

গোমতী জেলায় এনএসভি শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মে:গোমতী জেলা হাসপাতালে আজ এনএসভি বা নো-স্ক্যাল্পেল ভ্যাসেকটমি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এনএসভি বা নো-স্ক্যাল্পেল ভ্যাসেকটমি হল পুরুষের জন্য স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে জেলা থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ মোট ০৫ (পাঁচ) জন যোগ্য পুরুষ এই পদ্ধতির গ্রহণ করেন।

গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম এবং ডাঃ সমরেশ ভৌমিকের দক্ষ সহায়তায় আজকের শিবিরের পরিষেবা প্রদান করা হয়। ডাঃ পাল পরে জানান যে, পুরুষ নির্বীজকরণ সাধারণত মহিলা নির্বীজকরণের চেয়ে উন্নত বলে বিবেচিত হয়। কারণ এই প্রক্রিয়ায় কাঁটাছেঁড়া নেই বললেই চলে। যার ফলে ব্যথা কম হয়, দ্রুত সুস্থতা আসে এবং জটিলতা অনেক কম হয়। বিশেষ করে মহিলা নির্বীজকরণের তুলনায়। যাকে আমরা টিউবাল লাইগেশন বলি। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ অ্যানেশথেসিয়া, হাসপাতালে ভর্তি এসবের দরকার হয় না। সামান্য কিছু নিয়ম মেনেই চললেই বেনিফিসিয়ারী আবার নিত্যদিনের কাজে যোগ দিতে পারেন। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার পর দাম্পত্য জীবনের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ে না। যেটা অনেক মহিলা সঙ্গীদের মধ্যেও একটা অযথা আশঙ্কার কাজ করে। যেটা সত্য নয়। আমরা চাই পরিবার নিয়ন্ত্রনে কেবল মহিলা নয়, পুরুষরা আরও বেশী করে এগিয়ে আসুক। এই পদ্ধতি গ্রহণ করুক। যদিও এন এস ভি বা নো-স্ক্যাল্পেল ভ্যাসেকটমি পদ্ধতি গ্রহণ করার পর দাম্পত্য জীবনে সুখ হলেও পরবর্তীতে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম না হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা জানান, এই পরিষেবার শেষে 'মিশন পরিবার বিকাশ'-এর অধীনে প্রতি জনকে ৩ হাজার টাকা করে এককালীন ইনসেন্টিভও দেওয়া হচ্ছে,যা কিনা মহিলা নির্বীজকরণের চেয়ে ১০০০/- টাকা বেশি। আজকের শিবিরে আঠারভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে দরিয়া বাগমা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের অধীনে পূর্ব ধ্বজনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এবং মহারানী হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার হেলথ-এর স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন বলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কমল রিয়াং জানান। যেখানে গ্রাহকদের সংবেদনশীলকরণ এবং কাউন্সেলিংয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।এই প্রক্রিয়া সব সময়ই চালু থাকে বলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কমল রিয়াং জানান।

মূল্যবৃদ্ধি পাওয়া বাজারে জামাইদের পেট পুরে খাওয়ানোর জন্য বাজারে প্রস্তুত ইলিশ।

টানা বর্ষণে কৃষিজমি জলমগ্ন, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : তেলিয়ামুড়ায় গত কয়েকদিনের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণে কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় কৃষকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, কারণ তাদের আবাদ করা ফসল জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে কৃষকেরা।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এমন টানা বৃষ্টি কৃষিকাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।শাকসব্জি ও অন্যান্য মৌসুমি ফসল ডুবে যাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত। নিম্নাঞ্চলের জমি সম্পূর্ণভাবে জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যার ফলে কৃষিকাজ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যাহত হতে পারে।

তেলিয়ামুড়ার কাছাকাছি খোয়াই নদীর জলস্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছে। চাকমাঘাট ব্যারেজের দুইটি গেইট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যেতে পারে। স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন নদীর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, যাতে বড় কোনো বিপর্যয় এড়ানো যায়।

এদিকে কৃষক'রা এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ ও সরকারি সহযোগিতার দাবি জানাচ্ছেন। বৃষ্টি যদি এভাবে অব্যাহত থাকে, তবে জলাবদ্ধতার সমস্যা আরও তীব্র হতে পারে, তাই কৃষক ও নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া'য় বর্ষার সময়ে এমন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কৃষকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে দিচ্ছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যাবস্থা না নিলে কৃষির ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।

বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রার শুরু
১৪,৪৩০ জন কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : আজ থেকে ত্রিপুরা বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রা'র শুভ সূচনা জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের আটটি জেলায় ৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে মোট ১৪,৪৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮,৫৬৭ জন পুরুষ এবং ৫, ৮৬৩ জন নারী ছিলেন।

জেলাভিত্তিক অনুসারে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রায় পুরুষ ১২৬৩ জন এবং মহিলা ৪৬১ জন অংশগ্রহন করেন। তেমনি , ঊনকোটি জেলার ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে বিকশিত কৃষি সংকল্প যাত্রায় পুরুষ ৯০৬ জন এবং মহিলা ১৮৩৭ জন অংশগ্রহন করেন। ধলাই জেলায় ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে পুরুষ ৭৯১ জন এবং মহিলা ৫০৮ জন, খোয়াই জেলায় পুরুষ ৪৮৪ জন এবং মহিলা ৩৪৬ জন অংশগ্রহন করেন। তাছাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পুরুষ ১৭০৪ জন এবং ১০২৪ জন মহিলা, সিপাহীজলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই পুর এলাকার রাস্তার করুণ দশা, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ মে:খোয়াই পুর পরিষদের অন্তর্গত দুর্গানগর ৩নং ওয়ার্ড এলাকার রাস্তাঘাটের করুণ অবস্থা। দীর্ঘ বছর ধরে এলাকাবাসী এই কর্দমাক্ত, এবং চলাচলের অনুপযুক্ত রাস্তার দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

রাস্তাগুলি সংস্কারের জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বর্ষা নামলেই এই রাস্তা চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়ে। শিশুসহ স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক নাগরিক, অফিসগামী কর্মচারী, প্রতিদিন এই কর্দমাক্ত রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলাচলে বাধ্য হচ্ছেন। টমটম, বাইক, সাইকেল — কোনো যানবাহনই এই রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আশ্বাসও মিলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে। এমনকি এই ওয়ার্ড থেকেই খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের বাসভবনও রয়েছে খুব কাছেই। তবুও রহস্যজনক কারণে বছরের পর বছর এই রাস্তার সংস্কার হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে এই রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক। বর্ষার মুহূর্তে যদি কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তবে চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়বে — যা জনজীবনকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলবে। শুধু এই রাস্তাই নয়, খোয়াই পুর এলাকায় এমন বহু রাস্তা এখনও সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। পুর এলাকার বাইরে এই চিত্র আরও করুণ!

সিআইটিইউ''র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে:সিআইটিইউ''র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস আজ রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান হয় সিআইটিইউ রাজ্য সদর কার্য্যালয়ে। ১৯৭০ সালে কলকাতায় ঠিক আজকের দিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সিআইটিইউ। আজ তার ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। রাজ্যে সিআইটিইউ''র উদ্যোগে আজকের দিনটি পালন করা হয়। প্রথমে সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সভাপতি মানিক দে। পরবর্তীতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে, রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা। শংকর প্রসাদ দত্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ,ভারতবর্ষে আরও অনেকগুলি শ্রমিক সংগঠন আছে। কিন্তু শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় তারা কখনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না। পাশাপাশি তিনি মোদি সরকারের নুতন চারটি শ্রম আইনের সমালোচনা করেন।

আই.জি.এম. হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় ধনুষ্টংকার'কে জয় করলেন বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে:আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের অক্লান্ত পরিষেবা প্রদানের ফলে ধনুষ্টংকার আক্রান্ত ব্যাক্তির জীবন বাঁচল। যমে-মানুষে টানাটানির পর খোয়াই চাম্পাহাওর শিকারীবাড়ি এলাকার বিকাশ দেববর্মা (৩৫) আজ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি গত ১২ মে ২০২৫ অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলন। তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না, কথা বলতে পারতেন না এবং মাথা তুলতেও পারতেন না। এই সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিলেন। এই অবস্থায় হাসপাতালের চিকিৎসকগণ রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসা শুরুর পর চিকিৎসকরা জানতে পারেন যে কয়েকদিন আগে তার বাম পা কেটে গিয়েছিল। এজন্য তিনি কোনও টিটেনাসের টিকা নেন নি. শুধুমাত্র তখন স্থানীয় দোকান থেকে কিছু ওষুধ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। তাই জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তখন রোগীর এই ধরনের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করে তার এই সমস্যাটিকে টিটেনাস বলে সন্দেহ করে আইজিএম হাসপাতালে রেফার করে দেন।

এরপর তাকে গত ১৫ মে ২০২৫ আইজিএম হাসপাতালে ট্রিসমাস বা চোয়ালের মাসলের স্পাজম, অপিস্টোটোনাস ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালের সিডিসি বিভাগে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেবেশ দেববর্মার তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট ও লক্ষণ দেখে চিকিৎসকগণ তার 'টিটেনাস' রোগ সনাক্ত করেন এবং দ্রুত তার চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ নেন। চিকিৎসকদের ভাষায় এটি একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যাকে ক্লোস্ট্রেডিয়াম টিটেনি বলা হয়, যা ধনুষ্টংকার রোগ হিসাবে পরিচিত। এই সংক্রমণে রোগীর পেশী শক্ত হয়ে যায় এবং খিঁচুনি থাকে। এটি সাধারণত মুখের চোয়ালে শুরু হয় এবং তারপর শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়াও অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে গায়ে জ্বর থাকা, ঘাম হওয়া, মাথাব্যথা করা, থাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকা।

এক্ষেত্রে এই রোগীর মুখ বাঁকা হতে থাকে এবং পীঠ ধনুকের মতো বাঁকা হতে থাকে। এই রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক বেশী। আইজিএম হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বিভুরঞ্জন দাস, ডাঃ নিতীশ দাস এবং ডাঃ দেবীপ্রিয়া সাহা-র নেতৃত্বে মেডিসিন বিভাগের পিজিটি চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের মিলিত প্রচেষ্টায় তার চিকিৎসা শুরু হয়। রোগীকে একটি অন্ধকার আলোহীন ঘরে রেখে চিকিৎসা শুরু করেন। তারপর আস্তে আস্তে সে চিকিৎসকদের চিকিৎসায় সাড়া দিতে থাকেন এবং প্রায় দুই দিনের মাথায় তিনি হাঁটতে শুরু করেন। আইজিএম হাসপাতালের মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি ইউনিট, নার্সিং স্টাফদের পর্যায়ক্রমে অক্লান্ত চিকিৎসা পরিষেবা ও সবরকম সাহায্য সহযোগিতায় দ্রুততার সাথে রোগী এই অতি মারাত্মক টিটেনাস রোগকে জয় করেন। আইজিএম হাসপাতালেই রোগীকে ফিজিওথেরাপি করানো হয় এবং ফিজিওথেরাপির কৌশলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে আজ টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার মুক্ত হয়ে বিকাশ দেববর্মা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। উল্লেখ্য এক সময় এই রোগে আক্রান্ত শিশু থেকে বয়স্ক বহু মানুষের প্রাণ ঝরেছে। উল্লেখ্য বহুদিন পর এবার টিটেনাস আক্রান্ত রোগী রাজ্যে সনাক্ত হল। মূলত টিটেনাসের টিকা গ্রহণ না করার ফলেই এই রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। এই ধরনের মারণরোগে আক্রান্ত হবার পরে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা যে ভাবে রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন তাতে রোগীর পরিবার পরিজনেরা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাস্তাঘাটে গবাদিপশুর বিচরণ, সমস্যায় যানচালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ মে:ধর্মনগর শহরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার এলাকা ও রাস্তাঘাটে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক গবাদি পশু। এতে শহরের স্বাভাবিক জনজীবন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ধর্মনগর শহরের বিবিআই স্কুল, যেখানে বারান্দায় গবাদি পশু ঢুকে পড়ে পরিবেশ নোংরা করে তোলে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

শুধু স্কুলই নয়, শহরের অধিকাংশ মোড়ে, রাস্তায়, এমনকি বাজার এলাকাগুলিও গবাদি পশুর দখলে। ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা এবং পথচারীদের অসুবিধা এখন নিত্যদিনের সঙ্গী। ধর্মনগর পুর পরিষদের নজরে এলেও এখন পর্য্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। বরং সমস্যা দীর্ঘায়িত হয়ে জনমনে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিমত, পুর পরিষদের এই উদাসীনতা মানা যায় না। শহরের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, এমনই বলেন এক স্থানীয় বাসিন্দা।

অন্যদিকে, শহরের একাংশ মানুষ গরুর মালিকদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, নিজেদের পোষ্য গরুকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ।দাবি উঠেছেগরুর মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং শহরে অবাধ পশু চলাচল রুখতে পুর পরিষদ স্থায়ী সমাধান করুক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas